স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ:

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৬	০৬	০০	০০	০৩	-	(৮৫.৭১%) (১৫০%)	-	(৯.২৩%) (৬৮.১২%)

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০৬টি**

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল**

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
১.	**৩টি জেলা কারাগারের অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২টি জেলা কারাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (সংশোধিত)**	১৯২১০.৬৬	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৮
২.	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	২১৫৯৮.৯৯	জানুয়ারি ২০১২- জুন ২০১৮
৩.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর / স্থানে ৭৮টি (সংশোধিত-৮২টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন ২য় সংশোধিত)	২৫৪৬২.৮১	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৮
৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)	৩৪৫৯.৬১	জানুয়ারি ২০১৪- ডিসেম্বর ২০১৭
৫.	"মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ"	২২৩১.১৫	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮
৬.	ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এন্ড মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)	৪১০১.২৮	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৯

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
৩টি জেলা কারাগারের অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২টি জেলা কারাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (সংশোধিত)	গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল বৃদ্ধি, অপর্যাপ্ত অর্থায়ন, প্রকৃত অবস্থার উপর ভিত্তি করে নির্মাণ ব্যয় পুন:নির্ধারণ ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।
সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন ভবনের পাইলের সংখ্যা ও গভীরতা বৃদ্ধি, ভবন নির্মাণের জন্য স্থান পরিবর্তন, কনডেম সেল ও সিকিউরিটি সেলের স্পেস বৃদ্ধি পাওয়া, রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করা, রাজস্ব খাতের কিছু ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।
দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর / স্থানে ৭৮টি (সংশোধিত-৮২টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন ২য় সংশোধিত)	রেট সিডিউল পরিবর্তন, নতুন সাইট অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদির কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)	সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্পে ১০টি ভিআইপি এ্যাম্বুলেন্স, ৪০ টি 2WD এ্যাম্বুলেন্স এবং ২৫টি 4WD পিকআ প টাইপ এ্যাম্বুলেন্সের সংস্থান রেখে প্রকল্প সংশোধন করা হয়।

সংযুক্তি-১

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ**

ক্র: নং	সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১.	১.১ পরিদর্শিত পিরোজপুর ও ফেনী জেলা কারাগারে ডিপিপিতে নির্ধারিত ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ, বিভিন্ন সুবিধাদি সৃষ্টি ও অন্যান্য আনুসংগিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে জেলের বন্দী ও জেলের স্টাফদের আবাসন ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃস্টি হয়েছে। ১.২ সংশোধিত প্রকল্প ব্যয়ের ৯ ৪.৩৯% অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের একবার সংশোধন এবং দুইবার বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ৩১১১.১৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি (১৮.০৪%) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ৪ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি (১৫০%) পেয়েছে। তবে প্রকৃত ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ১৯৬৯.৬৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি (১১.৪২%) পেয়েছে। ১.৩ পূর্ত নির্মাণ কাজে ত্রুটি ও প্রকৌশলীগণের মনিটরিং এর দুর্বলতার কারণে ভবনের বিভিন্ন সমস্যা ও ত্রুটি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। পরিদর্শিত দু 'টি জেলা কারাগারের অধিকাংশ ভবন/অবকাঠামোতে damp সৃষ্টি হয়েছে। ফ্লোরে ফাটল, ফ্লোর ডেবে গেছে। ভবনের বিভিন্ন অংশ আর্দ্র, ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থায় রয়েছে। ভবনের জানালায় মরিচা ধরেছে। পলেস্তাঁরা খসে পড়েছে। কনসোল পাইপ লিক হয়ে দেওয়াল স্যাঁতস্যাতেঁ অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে এ সকল ভবনের Structural damage শুরু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে ভবনগুলো অচিরেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার আশংকা	১.১ ৩টি জেলা কারাগারের অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২টি জেলা কারাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (সংশোধিত)"শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন ও অবকাঠামোসমূহ ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য এগুলোর নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায়, কারা অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় ০৫টি জেলার কারাগারে নির্মিত সকল ভবন, অবকাঠামো ও সুবিধাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করে Structural damage এর প্রকৃতি চিহ্নিত ও পরিমাণ নিরূপণ করে এগুলোর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ১.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহের জরাজীর্ণ অবস্থার জন্য দায়ী ব্য ক্তিগণের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে; ১.৩ পিসিআর এ প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হবে; ১.৪ কারা হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনয়ীয় সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য জনবল নিয়োগ ও চিকিৎসা সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে; ১.৫ প্রতিটি ভবনের ছাদে নিয়মিত পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং ১.৬ প্রকল্পের সকল সিভিল অডিট সম্পন্ন করে ফলাফল আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে। প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিটে কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২,২৯,৯০,৪১৪/-টাকার ০১টি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১১,৯০,৫০,০১০/-টাকার ০১টি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৪০,০১,৫১০/-টাকার ০১টি ও ১৯,৩৩,০০০/- টাকার ০১টি এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩,৩৩,৭৫,৯৫৮/- টাকার ০১টি অডিট আপত্তি রয়েছে; অডিটের ফলাফল/সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি মর্মে কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ হতে জানানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অনুরোধ জানানো হলো।

	রয়েছে। ১.৪ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন ও অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে অধিকাংশ ভবনের ছাদে বৃষ্টির পানি ও পানির ট্যাংকের উপচে পড়া পানি জমে থাকতে দেখা যায়। পানি অপসারণ করা হয় না। এতে ভবনের ছাদ হতে শুরু করে পুরো ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১.৫ পিসিআর এর ০৮ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়নি। ১.৬ পিরোজপুর কারাগারের মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসক, নার্স ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধাদির অভাবে রোগীদের বরিশালে প্রেরণ করা হচ্ছে। হাসপাতালের সর্বত্র জরাজীর্ণ অবস্থা। ১.৭ তেলের বরাদ্দ না থাকায় পরিদর্শিত দু'টি জেলা কারাগারে জেনারেটর চালু করা যায়নি। সোলার প্যানেল চালু নেই। জেনারেটর ও সোলার প্যানেলের অনেক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে মর্মে পরিদর্শনকালে দেখা যায়। ১.৮ কারা অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক দেয়া তথ্য মোতাবেক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর ও পিরোজপুর সাইটে কোন অডিট আপত্তি নেই। অবশিষ্ট চারটি সাইট (সুনামগঞ্জ, মাদারীপুর, কিশোরগঞ্জ ফেণী) বিভিন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে।	
২.	২.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন লোকেশনে স্থানান্তরিত সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দী ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২.২ সংশোধিত প্রকল্প ব্যয়ের ৯৫.১৬ % অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের দু'বার	২.১ "সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহের জরাজীর্ণ অবস্থার জন্য দায়ী ব্য ক্তিগণের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে; ২.২ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করে পুনরায় পিসিআর প্রেরণ করতে হবে;

	সংশোধন এবং তিন বার বাস্তবায়ন মেয়াদ (তিন বছর) বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ৯.২৩% এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ৮৫.৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন ও অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে অভাব ও গাফি লতি পরিলক্ষিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে ভবনের ছাদে বৃষ্টির পানি ও জলাধারের উপচে পড়া পানি জমে থাকতে দেখা যায়। পানি অপসারণ করা হয় না। ভবনের বিভিন্ন অংশ আর্দ্র, ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থায় রয়েছে। পলেস্তারা খসে পড়েছে। এর ফলে এ সকল ভবনের Structural damage শুরু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে ভবনগুলো অচিরেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। ২.৪ পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রাজস্ব অংগে 'অন্যান্য খরচ' খাতে ডিপিপি এর সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছ। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অংশে অংগভিত্তিক ভৌত পরিমাণ ও প্রকৃত আর্থিক ব্যয় উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া প্রকল্পের ' Male under trial prisoner's ward with dining', 'Male Convicted Prisoner's Ward with Dining', 'Female under trial Prisoner's Ward with Dining and Ward for mother and child', 'Mentally Disabled Prosoner's Ward', 'Warden's barrack', 'Warden's Hospital', Segregation Wall, Walkway, Internal Road, Connecting	২.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন ও অবকাঠামোসমূহ ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য এগুলোর নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায়, কারা অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল ভবন, অবকাঠামো ও সুবিধাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করে Structural damage এর প্রকৃতি চিহ্নিত ও পরিমাণ নিরূপণ করে এগুলোর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ২.৪ পিসিআর এ প্রকল্পের অংগভিত্তিক পরিমাণ ও প্রকৃত আর্থিক ব্যয় উল্লেখ করতে হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা কারা অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরকে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সুরক্ষা সেবা বিভাগকে এ ব্যাপারে মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো; ২.৫ প্রকল্পের বিভিন্ন অংগে Tender/Bid/Proposed Cost অপেক্ষা অধিক মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষর করার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত ব্যাখা/যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদি পিসিআর এ সন্নিবেশিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; ২.৬ রাজস্ব অংগে 'অন্যান্য খরচ' খাতে ডিপিপি এর সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং ২.৭ প্রকল্পের অডিট পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা পিসিআর এ উল্লেখ করতে হবে;

	Road, Compound drain, Food Godown, Parade Ground, Watch Tower, Saluting Dias, Pump house, Sentry post, Guard house, Garage, Canteen, Mosque, Kitchen, 'Substation and Generator house' কম্পোনেন্টসমূহে Tender/Bid/Proposed Cost অপেক্ষা অধিক মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এ বিষয়ে পিসিআর এ যথাযথভাবে তথ্যাদির উল্লেখ/ব্যাখা প্রদান/ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করে আইএমইডিতে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে আইএমইডি এর ১৮ মার্চ ২০২০ তারিখে পত্র নং ২১.০০.০০০০.৪৬৬.১৪.০৮৯.১৭-৩৭ এর মারফত সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়নি ২.৫ সিলেট গণপূর্ত বিভাগ হতে প্রাপ্ত মোতাবেক ২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের অডিটে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে তা নিষ্পত্তি হয়নি। ২.৬ গত ০৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে "সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর আইএমইডি এর সচিব-এর সভাপতিত্বে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, সিলেট গণপূর্ত বিভাগ, প্রকল্প দপ্তর ও আইএমইডি এর কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়: (ক) "সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহের জরাজীর্ণ	

	অবস্থার জন্য দায়ী ব্য ক্তিগণের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে; (খ) প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করে পুনরায় পিসিআর প্রেরণ করতে হবে;এবং (গ) প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়। ৩১ জানুয়ারি ২০২১ ও ২৫ মার্চ ২০২১ দু'টি তাগিদপত্র প্রেরণ করে সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক দফাওয়ারী জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ২.৭ এর পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভা গের ০৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে র পত্রে (পত্রের সংযুক্তিতে কারা অধিদপ্তরের পত্রসহ) প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন গ্রহ ণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অডিট আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান এবং ভবনসমূহের মেরামত করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অনুচ্ছেদ ১৭.৬(ক) ও ১৭.৬(খ) সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের কোন তথ্য নেই। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১৭.৬(ক) ও ১৭.৬(খ) এ যাচিত তথ্য প্রদানের জন্য আইএমইডি এর ২৫ মে ২০২১ তারিখের পত্রে পুনরায় অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।	
৩.	৩.১ প্রকল্পের আওতায় ৮২টি স্থানে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের সংস্থান ছিল। তবে জমি না পাওয়ায় ১০টি এবং মামলার কারণে ১টি সাইটসহ মোট ১১টি সাইটে নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হয়নি। ফলে ৭১টি সাইটে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা	৩.১ খুলনা বিভাগের রূপসা ফায়ার স্টেশনটি ২০১৮ সালের অক্টোবর মাস হতে ব্যবহৃত হলেও প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত পানিবাহী গাড়িটির অদ্যাবধি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়নি। এ বিষয়টি খতিয়ে দেখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমএমইডিকে অবহিত করবে; ৩.২ প্রকল্প পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত ভবনের নির্মাণ সংক্রান্ত ত্রুটি

	হয়। ৩.২ শেরপুরের নকলা উপজেলার কাজ ৬০% হওয়ার পর জমির মালিক ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করেন। ১৩/০২/২০১৭ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট ইনজাংশন অর্ডার জারি করেন। শেরপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী হতে জানা যায় যে, অদ্যাবধি মামলাটি নিষ্পন্ন হয়নি। এ কারণে উক্ত সাইটির কাজ সমাপ্ত হয়নি মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। ৩.৩ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি'র ১৬.১৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত ঘোষনার ক্ষেত্রে আইএমইডি'র সুনির্দিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে পিইসি এর সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুমোদন করবেন এবং বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদনের ০১ মাসের মধ্যে একনেক সভাকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে নকলা সাইটের বিষয়ে এ ধরণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয়। ৩.৪ পিসিআরের ৫নং অনুচ্ছেদে Component Wise Progerss এ বিভিন্ন অঙ্গের ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের গরমিল পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া আরডিপিপি মোতাবেক সবগুলো অঙ্গের ব্যয় দেখানো হয়নি। ফুয়েল লুব্রিকেন্ট, গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, গাড়ি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত খাতের প্রকৃত ব্যয় বেশি দেখানো হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি স্পষ্ট	বিচ্যুতি মেরামতের বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ৩.৩ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনে সরবরাহকৃত যানবাহন ও ইক্যুইপমেন্ট কোন প্রকল্পের আওতায় ক্রয় করা হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক যথাযথভাবে স্টক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ৩.৪ রূপসা ফায়ার স্টেশনটি গণপূর্ত বিভাগ হতে হস্তান্তর বুঝে নেওয়ার বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; ৩.৫ হাজারীবাগ ফায়ার স্টেশনের যানবাহন ও ইক্যুইপমেন্ট ইত্যাদির গায়ে প্রকল্পের নাম লিখে রাখতে হবে এবং ফায়ার ফাইটিং যান ও ইক্যুইপমেন্টসমূহ প্রাপ্তির উৎস, তারিখ ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক যথাযথভাবে রেজিস্টারে নথিভুক্ত করতে হবে; ৩.৬ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের কোন অঙ্গ অসম্পূর্ণ রেখে সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে পরিপত্রের ১৬.১৮ অনুচ্ছেদ নির্দেশনা প্রতিপালন করা সমীচীন হবে; ৩.৭ পিসিআরের ৫নং অনুচ্ছেদে Component Wise Progerss এ বিভিন্ন অঙ্গের ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের গরমিল পরিহারপূর্বক আরডিপিপি মোতাবেক সকল অঙ্গের ব্যয় সঠিকভাবে উল্লেখ করে সংশোধিত পিসিআরটি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে; এবং ৩.৮ প্রকল্পের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত অডিট নিষ্পন্নের দালিলিক প্রমাণ আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

	করা সম্ভব হয়নি।	
৪.	৪.১ প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৯.৩৮% যা মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ০.৬৪% কম। তবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে ২ বছর ০৬ মাস অর্থাৎ ১৬৬.৬৭% বেশী সময় ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ার ০৬ মাস পর প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারিতে প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পিছিয়ে পড়ে। এছাড়া ডিপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্প এলাকাভেদে উপযোগী এ্যাম্বুলেন্সের স্পেসিফিকেশন নিরূপণ যথাযথভাবে না করায় প্রকল্প সংশোধন করা হয়। এ সকল কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে। ৪.২ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ভিআইপি এ্যাম্বুলেন্স ১০টি, 2WD এ্যাম্বুলেন্স ৪০টি এবং 4WD এ্যাম্বুলেন্স ২৫টি ক্রয় করে বিভিন্ন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে প্রদান করা হয়েছে। এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করার মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসাথে সংকটাপন্ন রোগী ও দূর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের হাসপাতালের আনা-নেয়া করা এবং বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে ভিআইপি/ভিভিআইপি/ প্রটোকল/ডিউটিতে সহায়ক হয়েছে। ভবিষ্যতে দেশের ব্যাপক জনগণের নিকট এ্যাম্বুলেন্স সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা যেতে পারে; ৪.৩ পরিদর্শিত ১০ টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের মধ্যে পিরোজপুরের নাজিরপুরে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়নি। অপর ০৯ টি সাইটে (ঢাকার সিদ্দিকবাজারে ০১টি এ্যাম্বুলেন্স ব্যতিত) সকল এ্যাম্বুলেন্সগুলো কার্যকর অবস্থায় রয়েছে। তবে কোন এ্যাম্বুলেন্সের ইসিসি মেশিন	৪.১ ভবিষ্যতে দেশের জনগণের দোড়গড়ায় এ্যাম্বুলেন্স সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা যেতে পারে; ৪.২ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এ্যাম্বুলেন্স ডিপিপি বহির্ভুত ৪৩ টি উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে সরবরাহ করা এবং ডিপিপি'র অন্তর্ভুক্ত সকল উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স প্রদান না করার বিষয়টি সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক খতিয়ে দেখতে হবে; ৪.৩ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এ্যাম্বুলেন্সসমূহ ডিপিপিতে নির্দেশিত উ পজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা র ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে; ৪.৪ এ্যাম্বুলেন্সসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান রাখতে হবে; ৪.৫ দ্রুত ও উন্নত সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল এ্যাম্বুলেন্সে প্রয়োজনীয় জনবলের (লিডার, ড্রাইভার, ফায়ারম্যান ও নার্সিং এটেনডেন্ট) নিয়োগ দিতে হবে; ৪.৬ প্রকল্পের সকল অর্থ বছরের ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট (মহা হিসাবনিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন করতে হবে। অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ; এবং

	কার্যরত অবস্থায় নেই। এ সকল এ্যম্বুলেন্সের পার্টস স্থানীয় পর্যায়ে সহজলভ্য বিধায় পূর্বেকার এ্যাম্বুলেন্সের ন্যায় দীর্ঘ সময় অচল হয়ে পড়ে থাকতে হয় না। পরিদর্শনে জানা যায় যে, এ্যাম্বুলেন্স প্রতি ড্রাইভার নেই। এছাড়া নার্সিং এটেনডেন্ট নেই যা সংকটাপন্ন রোগীর জন্য জরুরি। ৪.৪ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭২ টি উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা র ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্প এলাকাওয়ারী এ্যাম্বুলেন্সের বিতরণ তালিকা (সংশোধিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং ৩-৪) এবং বাস্তবে এ্যাম্বুলেন্স বিতরণ তালিকা (সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখের স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০১৪.১৭-৩৬০ - কপি সংযুক্ত) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ডিপিপি বহির্ভুত ৪৩ টি উপজেলা/সিটি কর্পোশেনে/পৌরসভাতে এ্যাম্বুলেন্স দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো তেজগাঁও, মোহাম্মদপুর, পলাশী, লালবাগ, ধামরাই, আদমজী ইপিজেড, জয়দেবপুর, টংগী, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, গজারিয়া, শ্রীনগর টাংগাইল সদর, ধনবাড়ী , শরিয়তপুর সদর, মযমনসিংহ সদর, জামালপুর সদর, সাতকানিয়া, নন্দনকানন, কক্সবাজার, দাউদকান্দি, চুয়ারাবাজার, উখিয়া, লক্ষীপুর সদর, পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, শীবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া সদর, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, নড়াইল, বালা গঞ্জ, মাধবপুর, ভান্ডারিয়া, বরগুনা, আমতলী, পাটগ্রাম, রংপুর সদর, জলঢাকা, গোবিন্দ গঞ্জ ও নাগেশ্বরী। ৪.৫ পক্ষান্তরে, ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৭২ টি উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভার মধ্যে ২৬টিতে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে যা ডিপিপিতে প্রকল্পভুক্ত এলাকার ৩৬.১১%। ডিপিপিভুক্ত যে	

	সকল এলাকায় এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়নি সেগুলো হলো বা রিধারা, কেরানীগঞ্জ, ভালুকা, চট্টগ্রাম ইপিজেড, সীতাকুন্ড, পটিয়া, টেকনাফ, নোয়াখালী সদর, ফেনী সদর, বান্দরবান (বান্দরবান সদর, আলিকদম, লামা, রোয়াংছড়ি, নাইক্ষ্যংছড়ি, রুমা, থানচি), রাঙ্গামাটি (কাপ্তাই, কাউখালী, বাঘাইছড়ি, লংগদু, নানিয়ারচর, রাজস্থলী) , খাগড়াছড়ি (খাগড়াছড়ি সদর, রামগড়, দীঘিনালা, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি), বি-বাড়িয়া, নাটোর সদর, খুলনা (দৌলতপুর), শার্শা, কুমারখালী, মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল, সুনামগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ সদর, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, উজিরপুর, নাজিরপুর, চরফ্যাশন, ঠাকুরগাঁও সদর, পঞ্চগড় সদর, ও লালমনিরহাট সদর। ৪.৬ মুল প্রকল্প দলিলে ১০টি ভিআইপিসহ ৬০টি 2WD এম্বুলেন্স সংগ্রহের সংস্থান ছিল। দেশের পাহাড়ী অঞ্চলে ঝুঁকিমুক্ত চলাচলের জন্য 4WD এ্যাম্বুলেন্স উপযোগী বিধায় ২৫টি 4WD পিকআপ টাইপ এ্যাম্বুলেন্স অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। তিনটি পার্বত্য জেলার ২২টি উপজেলার প্রতিটিতে ০১টি করে 4WD পিকআপ টাইপ এ্যাম্বুলেন্সের সংস্থান রাখা হয়। কিন্তু বাস্তবে কোনটিতেই 4WD এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়নি। উক্ত ২২টি উপজেলার মধ্যে ০২টি উপজেলাতে 2WD এ্যাম্বুলেন্স দেয়া হয়েছে। ৪.৭ পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের কোন ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট (মহা হিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন করা হয়নি।	
৫.	৫.১ চিলেকোঠার ছাদ ও দেয়ালের সংযোগস্থলে এবং বেসমেন্টে টালিতে ফাটল, ৫ম তলা, ২য় তলা এবং ৮ম	৫.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের প্রতিটি তলা পরিদর্শন করা হয়। কয়েকটি ফ্লোরে টাইলস যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়নি। টাইলসের সংযোগস্থলে উচু হয়ে আছে। বিভিন্ন ফ্লোরে

	তলার দেয়ালে ড্যাম, টাইলসে দাগ এবং ফাটল এবং ৫ম তলার টয়লেটের লো কমোড ভাঙা ইত্যাদি বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে Corrective Measure গ্রহণ করতে হবে;	টাইলসে দাগ এবং ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে। ৫ম তলার টয়লেট পরিদর্শনে দেখা যায় যে, টয়লেটের প্যান ভেঙে গেছে, আরেকটি টয়লেটে পানির লাইন সংলগ্ন স্থানে টাইলস ভেঙ্গে গেছে। ৫ম তলা, ২য় তলা এবং ৮ম তলার দেয়ালে ড্যাম পরিলক্ষিত হয়। চিলেকোঠার ছাদ ও দেয়ালের সংযোগস্থলে এবং বেসমেন্টের টালিতে ফাটল দেখা যায় । মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরে কর্মরত ব্যক্তি জানান যে, বৃষ্টির সময় ছাদের ফাটল দিয়ে পানি ভবনে প্রবেশ করে।
	৫.২ ভবিষ্যতে ভবনের ওয়াশরুম ডিজাইন করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্থান রাখার বিষয়টি স্থাপত্য অধিদপ্তর গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে;	৫.২ প্রকল্পের ফিনিসিং কাজ অর্থাৎ টাইলস লাগানোর সময় যথাযথ মনিটরিং করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।
	৫.৩ ভবনে স্থাপিত টাইলসসমূহ যেসব স্থানে যথাযথভাবে সমান হয়নি সেগুলো সমান করার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;	৫.৩ ৮ম তলায় কনফারেন্স রুম রয়েছে। এই ফ্লোরটিতে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা ওয়াশরুম রয়েছে। ওয়াশরুমের কমোডটি খুবই সংকীর্ণভাবে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ব্যবহারের সময় অসুবিধায় পড়তে হয়।
	৫.৪ নির্মিত ভবনের রক্ষাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান রাখতে হবে;	৫.৪ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত তিনটি লিফট, এসি, আসবাবপ্রত্র ইত্যাদি ব্যবহার হতে দেখা গেছে। প্রতিটি ফ্লোরের দেয়ালে ফয়ার এ্যালার্ম ও ফয়ার এক্সটিংগুইসার দেখা গেছে।
	৫.৫ প্রকল্পের সকল অর্থ বছরের ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট (মহা হিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন করতে হবে। অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	৫.৫ ভবনের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। ৫.৬ প্রকল্পের কোন ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট (মহা হিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন করা হয়নি মর্মে পিসিআর সূত্রে জানা যায়।

৩টি জেলা কারাগারের অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২টি জেলা কারাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন,২০১৮)

(ক) প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

০১.	প্রকল্পের নাম	**৩টি জেলা কারাগারের অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২টি জেলা কারাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (সংশোধিত)**
০২.	প্রকল্পের ধরন	বিনিয়োগ প্রকল্প
০৩.	অর্থায়নের উৎস	বাংলাদেশ সরকার
০৪.	উদ্দোগী মন্ত্রণালয়	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
০৫.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কারা অধিদপ্তর

০৬. প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃতব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিতব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ			
১৭২৪১.০২	২০৩৫২.১৫	১৯২১০.৬৬	জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৮	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৮	১৯৬৯.৬৬ (১১.৪২%)	৫৪ মাস (১৫০%)

০৭. প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	মাদারীপুর	সদর
ময়মনসিংহ	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ
সিলেট	সুনামগঞ্জ	সদর
চট্টগ্রাম	ফেনী	সদর
বরিশাল	পিরোজপুর	সদর

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ফেনী, মাদারীপুর ও কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে অবকাঠামো নির্মাণ এবং পিরোজপুর ও সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে কয়েদী এবং জেল কর্মচারিদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে আবাসনের আধুনিক সুবিধা প্রদান করা।

০৯. প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

মুল প্রকল্প ১৭২৪১.০২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৮ ফেব্রয়ারি ২০১১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউল বৃদ্ধি, অপর্যাপ্ত অর্থায়ন, প্রকৃত অবস্থার উপর ভিত্তি করে নির্মাণ ব্যয় পুন:নির্ধারণ ইত্যাদি কারণে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ২০৩৫২.১৫ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৮ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১০. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

মহাকুমাগুলো জেলায় উন্নীত করার ফলে জেলা কারাগার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯টি, ১২টি ও ৩টি জেলায় মোট ৩৪ টি কারাগার পৃথক ৩টি প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২৯টি কারাগারের অধিকাংশ কাজ শেষ হলেও ০৫টি কারাগারের (ফেনী, পিরোজপুর, মাদারীপুর, কিশোরগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ) সকল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং, এ ০৫টি কারাগারের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্নের জন্য অলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়।

১১. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- ইন্টারভিউ ব্লক সহ জেল অফিস, কয়েদী ও দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের ওয়ার্ক শেড নির্মাণ;
- বিচারাধীন কয়েদীদের ওয়ার্ড নির্মাণ;
- কিশোর বন্দীদের ওয়ার্ডনির্মাণ;
- মহিলা বন্দীদের ওয়ার্ড (দন্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন)নির্মাণ;
- ওয়ার্ডেন ব্যারাকনির্মাণ;
- কয়েদী সেলনির্মাণ;
- মেডিকেল সেন্টার (পুরুষ ও মহিলা)নির্মাণ;
- জেলারদের বাসস্থান, ১০০০ বর্গফুট, ৮০০ বর্গফুট ও ৬০০ বর্গফুটের জেলের স্টাফদের আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ;
- বাউন্ডারী ও সেগ্রিগেশন দেয়াল নির্মাণ;
- বহি:পানি সরবরাহ, বহি:পয়: নিষ্কাশন, বহি:বিদ্যুতায়ন, বহি: গ্যাস সংযোগ, সীমানা প্রাচীর, রাস্তা, ওয়াকওয়ে, সাইট উন্নয়ন;
- আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি

১২. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ
জনাব মো: তোরাজউদ্দীন	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	০৫.০৫.২০১১ হতে ৩১.০৩.২০১২	অতিরিক্ত দায়িত্ব
জনাব মো: আনোয়ার হোসেন	যুগ্মসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১.০৪.২০১২ হতে ৩০.৬.২০১৮	নিয়মিত

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

১৩. প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি: প্রকল্পের অংগওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	রাজস্ব অংগ				
০১.	ডিপিপি, দরপত্র দলিল প্রণয়ন, কাঠামোগত নকশা প্রস্তুতকরণ ও মুদ্রণের জন্য মনোহারি সামগ্রী ক্রয় বাবদ গণপূর্ত অধিদপ্তরের ব্যয়	থোক	২৭.০০		২৬.৫১
০২.	স্থাপত্য নকশা প্রনয়ণ ও মুদ্রণের জন্যাপন ও মনোহারি সমাগ্রী ক্রয় বাবদ স্থাপত্য অধিদপ্তরের ব্যয়	থোক	৬.০০		৬.০০
০৩.	বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ব্যয়	থোক	২১.০০		২১.০০

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০৪.	দরপত্র খোলা, মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্মানী ব্যয়	থোক	২.০০		২.০০
০৫.	গণপূর্ত এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের যানবাহনের জ্বালানী ব্যয়	থোক	২০.০০		২০.০০
০৬.	গণপূর্ত এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	থোক	১০.০০		১০.০০
০৭.	প্রকল্প পরিচালকের বেতন ভাতা	থোক	৬৮.৯০		৬৪.৯০
০৮.	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের কর্মচারিদের বেতন ভাতা	থোক	১৫.২৫		১৪.১১
০৯.	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরের ব্যয়	থোক	৬৪.০১		৬৩.০৯
১০.	মৃত্তিকার এবং নির্মাণ সামগ্রীর পরীক্ষা বাবদ ব্যয়	থোক	২৯.০০		২৯.০০
	উপমোট: রাজস্ব		**২৬৩.১৬**		**২৫৬.৬১**
	মূলধন অংগ				
১১.	সাক্ষাৎ কক্ষ এবং প্রশাসনিক ভবন (জেল অফিস) নির্মাণ	১৬৪৮.৫৫ বর্গফুট	৭১৬.৮১	১০০%	৬১৬.৮৩
১২.	কারাগারের ওয়ার্ক শেড নির্মাণ	৯৯৩.৬৬	২৯২.৮৪	১০০%	২৯৫.৬৭
১৩.	সাজা প্রাপ্ত বন্দী ওয়ার্ড নির্মাণ	৩৯৬৬.২৪	১০৯৩.৫৪	১০০%	১১১২.৮১
১৪.	বিচারাধীন বন্দী ওয়ার্ড (পুরুষ) নির্মাণ বাবদ ব্যয়	৯৫৫৯.৬৪	২৪১০.৭০	১০০%	২৪৪৫.৬১
১৫.	মহিলা বন্দী ব্যারাক (বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত) নির্মাণ	১৪৯১.৪১	৫৫৮.০৩	১০০%	৬১৫.১৪
১৬.	কিশোর বন্দী ওয়ার্ড নির্মাণ	৬৭৬.৬৭	২৭৮.৩১	১০০%	৩০৭.৩৯
১৭.	কারারক্ষী ব্যারাক নির্মাণ	৫৪২৪.৭৬	১৩৪২.৩৪	১০০%	১৪৩১.২২
১৮.	মেডিকেল সেন্টার(পুরুষ)নির্মাণ	২২৭৯.০২	৭৬৬.২২	১০০%	৭৭১.০৮
১৯.	মেডিকেল সেন্টার(মহিলা)নির্মাণ	১০৪.২৪	৫৩.০২	১০০%	৫২.৯৪
২০.	সাধারণ বন্দীদের সেল নির্মাণ	১৫০০.৭৭	৫৪৩.৮১	১০০%	৪৯২.৩৫
২১.	ফার্সির আদেশ প্রাপ্ত আসামীদের সেল নির্মাণ	৪১৮.০৬	১৬১.০৮	১০০%	৯৬.৭১
২২.	শ্রেণীপ্রাপ্ত ব্যারাক নির্মাণ	৪৭৫.৮১	১৪৮.৯১	১০০%	১২২.১৩
২৩.	জেলারের বাসভবন নর্মাণ	৭৮৬.৫৬	১৮৪.১৮	১০০%	১৫৭.০৩
২৪.	১০০০ বর্গফুট বাসস্থান নির্মাণ	১০৭৭.৭০	৩৫৯.৫৬	১০০%	৪০৯.৭৬
২৫.	৮০০ বর্গফুট বাসস্থান নির্মাণ	১৫৫৬.১৪	৪৯৭.৬৩	১০০%	৫০৮.১৭
২৬.	৬০০ বর্গফুট বাসস্থান নির্মাণ	৪২৭৪.০৯	১০৪৩.৬৩	১০০%	১০৯১.১১
২৭.	আনুষংগিক কাজ	থোক	২০০৩.৯১	১০০%	১৭০৮.০৪
২৮.	বহি: পানি সরবরাহ ও পয়: নিষ্কাশন ব্যবস্থা	থোক	১০৯২.৩৪	১০০%	৯৯৭.৯০
২৯.	বহি: বিদ্যুৎ সরবরাহ ও স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা	থোক	৯৩১.৮৬	১০০%	৭৬৮.০৯
৩০.	অভ্যন্তরীণ গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা	থোক	১৪৭.৯২	১০০%	২৩৮.৮৪
৩১.	সীমানা প্রাচীর ও সেগ্রিগেশন দেয়াল নির্মাণ		২৩৯৫.৮৭	১০০%	২৪৮২.৮
৩২.	রাস্তা নির্মাণ (রোড ও ওয়াকওয়ে)	২৯৯৮৫ বর্গ মিটার	৮০৭.১২	১০০%	৮৪৯.০৪
৩৩.	সাইট উন্নয়ন		১১৩৬.৩৯	১০০%	৯৯৪.৯১
৩৪.	অগ্নিনির্বাপক সামগ্রী ক্রয়	৫ লট	১৬.৩৯	১০০%	১৩.৫৫
৩৫.	আসবাবপত্র ক্রয়	৫লট	১০০.০০	১০০%	৯৯.৯৮
৩৬.	যন্ত্রপাতি ক্রয়		৫৪.৫০	১০০%	৪৯.৯২
৩৭.	গম ভাংগানোর মেশিন বসানো বাবদ ব্যয়	০৫টি	১২.৫০	১০০%	
৩৮	পিক আপ ভ্যান ক্রয়	০৩টি	১২৫.০০	১০০%	৪১.৬১
৩৯.	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সোলার প্যানেল স্থাপন	থোক	২৫০.০০	১০০%	১৭৭.৩৯
	মোট (মূলধন)	থোক	১৯৫২৪.৪১	১০০%	৬.০০
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)		১৯৭৫৯.৩৭		১৮৯৫৪.০৫

তথ্যসূত্র: পিসিআর

১৪. অর্থ বছর ভিত্তিক আরডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান, আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও প্রকৃত ব্যয়:

প্রকল্পের অনুকূলে ২০১০-১১ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ২১৮৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বছরওয়ারি বরাদ্দের পুরোপুরি ব্যয় হয়নি। মোট ব্যয় হয়েছে ১৯২১০.৬৬ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৪.৩৯%।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থান	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১০-১১				
২০১১-১২	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৪২.৮৮
২০১২-১৩	৫৭২৬.০০	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০	১৬৪৮.১৫
২০১৩-১৪	১২৫০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	১২৪৯.৮৩
২০১৪-১৫	৪২২৮.৮৫	২৪৫০.০০	২৪৫০.০০	২৪৪৮.৭৭
২০১৫-১৬	৪২২৮.৮৫	৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪১৯৯.৮২
২০১৬-১৭	৪১৭২.২৩	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	২৮৭৭.১৬
২০১৭-১৮	৪১৭২.২২	৭১৩২.০০	৭১৩২.০০	৬১৪৪.০৫.০৫
সর্বমোট	২০৩৫২.১৫	২১৮৩২.০০	২১৮৩২.০০	১৯২১০.৬৬

তথ্যসূত্র: পিসিআর

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৫. প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন:

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য আইএমইডি কর্তৃক দৈবচয়নের ভিত্তিতে ০২টি জেলা কারাগার (১০ অক্টোবর ২০২০ তারিখ পিরোজপুর ও ১৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখ ফেনী) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক দরপত্র আহবান হতে শুরু করে কন্ট্রাক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন,মনিটরিং ও সুপারিভিশনের কাজ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী এবং জেলা কারাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

১৫.১ পিরোজপুর জেলা কারাগার

১৫.১.১ সংশোধিত ডিপিপিতে নির্ধারিত ইন্টারভিউ ব্লকসহ জেল অফিস, জেলারদের বাসস্থান, দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের ওয়ার্ড, কয়েদীদের ওয়ার্ক শেড নির্মাণ, বিচারাধীন কয়েদীদের ওয়ার্ড (পুরুষ), কিশোর বন্দীদের ওয়ার্ড, মহিলা বন্দীদের ওয়ার্ড (দন্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন), ওয়ার্ডেন ব্যারাক, মেডিকেল সেন্টার (পুরুষ), কয়েদী সেল, ১০০০, ৮০০ ও ৬০০ বর্গফুটের স্টাফ কোয়ার্টার, সীমানা প্রাচীর ও সেগ্রিগেশন ওয়াল নির্মাণ, জেনারেটর স্থাপন এবং নির্ধারিত অন্যান্য আনুষংগিক কাজ করা হয়েছে।

১৫.১.২ তন্মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকটি ভবন/অবকাঠামো দেখা হয়। নির্মিত জেল অফিসে নীচতলার সর্বশেষ কক্ষের উত্তর দিকের দেয়ালে ড্যাম্প/নোনা ধরেছে। ইন্টারভিউ ব্লকের টয়লেটের ছাদ ড্যাম্প । ওয়ার্ডেন ব্যারাকের ছাদে পানি ওভারফ্লো হয়। ব্যারাকের বিভিন্ন কক্ষ স্যাঁতস্যাতেঁ। প্রধান কারারক্ষী, সহকারী কারা র ক্ষী ও কারারক্ষীদের জন্য নির্মিত সমগ্র ভবনের (৬০০ বর্গফুটের ১০টি ইউনিট) ড্যাম্প। ৮০০ বর্গফুটের ০৩টি ইউনিটের স্টাফ কোয়ার্টারের ছাদে পানি জমে থাকতে দেখা যায়। ১০০০ বর্গফুটের ০২ ইউনিটের ভবনে (সহকারী সার্জন, জেলসুপার) ছাদে পানি জমে থাকে এবং ভবনের বিভিন্ন অংশে স্যাঁতস্যাতেঁ অবস্থা রয়েছে। নির্মিত ৩ তলা বিচারাধীন কয়েদীদের ওয়ার্ডের (পুরুষ) পূর্ব দিকের নীচতলার সর্বশেষ কক্ষে মেঝেতে ফাটল। ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে ড্যাম্প রয়েছে। নির্মিত কিশোর বন্দীদের ওয়ার্ডের কোন বন্দী নেই। পুরো ভবন ড্যাম্প। ভবনের নীচতলার বিভিন্ন রুম স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মহিলা বন্দীদের ওয়ার্ডে (দন্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন) ব্যাপক ড্যাম্প। নির্মিত কারা হাসপাতালে কোন রোগী নেই। এটির কার্যত: কোন ব্যবহার নেই। হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্স নেই। বরিশালে রোগী প্রেরণ করা হয়। জেনারেটর কমিশনিং করা হয়েছে। কিন্তু তেলের বরাদ্দ না থাকায় চালু করা হয়নি। সোলার প্যানেল অকার্যকর। ব্যাটারীর মেয়াদ শেষ, যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে।

১৫.১.৩ <u>পিরোজপুর জেলা কারাগারে প্রধান প্রধান প্রকিওরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি:</u>

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাক্কলিত মূল্য¨	যে পদ্ধদিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃতপক্ষে কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত ব্যয়
ইন্টারভিউ ব্লক সহ জেল অফিস	২৩০.০০	ওটিএম	২০.১২.১১	২৪.৪.১২	২২৯.১৪	২৪.৪.১৩	২৭.৬.১৮	২৩০.০০
জেলারদের বাসস্থান								
দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের ওয়ার্ড	৫১১.০৬	ওটিএম	১৮.৬.১২	২৯.৮.১২	৫০৯.৩১	২৯.১১.১৩	২০.৬.১৮	৫০৮.০৬
কয়েদীদের ওয়ার্ক শেড নির্মাণ								
বিচারাধীন কয়েদীদের ওয়ার্ড (পুরুষ)	৭৩১.৪৮	ওটিএম	১৮.৬.১২	২৯.৮.১২	৭২৯.৬৪	২৮.১১.১৩	২১.৬.১৮	৭১৮.৮০
কিশোর বন্দীদের ওয়ার্ড								
মহিলা বন্দীদের ওয়ার্ড (দন্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন)	৬৭.৫০	ওটিএম	২০.১২.২১	২৪.৪.১২	৬৭.০০	২৩.১০.১২	২৭.৬.১৮	৫৫.১০
ওয়ার্ডেন ব্যারাক	৬৯৯.১৬	ওটিএম	১৪.২.১৪	১৫.১২.১৪	৬৯৮.১৬	১৫.৬.১৬	১৯.৫.১৮	৬৯৯.১৬
মেডিকেল সেন্টার (পুরুষ)								
কয়েদী সেল								
১০০০ বর্গফুটের স্টাফ কোয়ার্টার	৩৯০.০০	ওটিএম	১৯.৩.১৫	১৩.৭.১৫	৩৯০.০০	১৩.১.১৭	২৮.৬.১৮	**৩৯০.০০**
৮০০ বর্গফুটের স্টাফ কোয়ার্টার								
৬০০ বর্গফুটের স্টাফ কোয়ার্টার								
বহি পানি সরবরাহ, বহি: পয়: নিষ্কাশন	১৮৩.০০	ওটিএম	৬.১২.১৭	২২.২.১৮	১৮৩.০০	২১.৫.১৮	২০.৬.১৮	১৫৬.২১
এনসিলারী কাজ	৩৯৭.৮৯	ওটিএম	২৯.৯.১৫	১৪.৩.১৬	৩৯৭.৮৯	১৩.৩.১৭	২৫.১২.১৭	৩৩৯.৯৪
বহি বিদ্যুৎ সরবরাহ ও অটো স্টার্ট জেনারেটর	১৭০.০০	ওটিএম	১৩.১২.১৭	৩১.১.১৮	১৭০.০০	৩১.৫.১৮	২৭.৫.১৮	১৫৫.০৭
সীমানা প্রাচীর ও সেগ্রিগেশন ওয়াল	৩৯২.০০	ওটিএম	০৮.৪.১২	২৪.৪.১২	৩৯২.০০	২৪.৪.১৩	২৪.১২.১৭	৩৯২.০০
রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ও সোলার সিস্টেম	৫০.০০	ওটিএম	০৪.২.১৮	২৯.৩.১৮	৫০.০০	২৮.৫.১৮	২৭.৫.১৮	৪৭.৯৩
সড়ক ও ওয়াকওয়ে	১৩০.০০	ওটিএম	২৩.৩.১৭	১২.৭.১৭	১৩০.০০	১১.৩.১৮	১৮.৬.১৮	৯৮.৯৫
ভূমি উন্নয়ন	১৪৫.০০	ওটিএম	১৪.৭.১৪	১৬.২.১৫	১৪৫.০০	১৫.৮.১৫	১৯.৬.১৮	১৩৯.৪৮

তথ্যসূত্র:পিরোজপুর গণপূর্ত বিভাগ

১৫.২ <u>ফেনী জেলা কারাগার</u>

১৫.২.১ সংশোধিত ডিপিপিতে নির্ধারিত ইন্টারভিউ ব্লক সহ জেল অফিস,জেলারদের বাসস্থান,দন্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন কয়েদীদের ওয়ার্ড,কয়েদীদের ওয়ার্ক শেড নির্মাণ,বিচারাধীন কয়েদীদের ওয়ার্ড (পুরুষ),কিশোর বন্দীদের ওয়ার্ড,মহিলা

বন্দীদের ওয়ার্ড (দন্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন),ওয়ার্ডেন ব্যারাক,মেডিকেল সেন্টার (পুরুষ),কয়েদী সেল, ১০০০, ৮০০ ও ৬০০ বর্গফুটের স্টাফ কোয়ার্টার,সীমানা প্রাচীর ও সেগ্রিগেশন ওয়াল, জেনারেটর স্থাপন ও ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে এবং নির্ধারিত অন্যান্য আনুষংগিক কাজ করা হয়েছে।

১৫.২.২ তন্মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকটি ভবন/অবকাঠামো দেখা হয়। মহিলা বন্দী ওয়ার্ডের (দন্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন) দেওয়ালে ড্যাম্প। নীচ তলার ফ্লোর ডেবে গেছে। ফ্লোর ফিনিশিং নিম্নমানের। ফ্লোরে কিউরিং কম হয়েছে। মোট ০৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ০১টিতে বন্দী রয়েছে। মেডিকেল সেন্টারের (পুরুষ) সর্বত্র ড্যাম্প রয়েছে। বিচারাধীন পুরুষ কয়েদীদের ১ নং ভবনে ০৪টি ওয়ার্ড রয়েছে। ১ ও ২ নং ওয়ার্ডের নীচতলার মেঝে ডেবে গেছে, দেয়ালে ও টয়লেটে ড্যাম্প। ৩ নং ওয়ার্ডের একই অবস্থা। জানালার গ্রীলে মরিচা। ৪ নং ওয়ার্ডের দেওয়ালে কনসোল পাইপ লিক হয়ে দেওয়াল স্যাঁতস্যাতেঁ অবস্থায় রয়েছে। ০২ নং ভবনের ১ নংওয়ার্ডের সার্বিক অবস্থা ভালো। ২ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় ড্যাম্প এবং ৩ নং ওয়ার্ডের জানালায় মরিচা রয়েছে। জেলার/ডেপুটি জেলারের বাসভবনের (প্রতিটি ১০০০ বর্গফুটের ২টি ইউনিট) ছাদে পানি জমে শ্যাঁওলা জন্মেছে। ট্যাংকের পানির ওভারফ্লো হয়। স্টাফ কোয়ার্টারের ০২টি ভবনে (প্রতিটি ৬০০ বর্গফুটের ০৩টি ইউনিট ও প্রতিটি ৮০০ বর্গফুটের ১০টি ইউনিট) একই অবস্থা। সোলার প্যানেল কার্যকর নেই। পেরিমিটার ওয়ালের পলেস্তাঁরা খসে পড়েছে। রান্নাঘরের টাইলস্ উঠে গেছে। কেস টেবিলের চারিদিকে খোলা। বৃষ্টির পানি আসে। কিশোর বন্দীদের ওয়ার্ডে কোন বন্দী নেই। স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জেল অফিস সংলগ্ন ইন্টারভিউ ব্লকে ড্যাম্প সৃষ্টি হয়েছে। রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং করা হয়েছে। কিন্তু এর ব্যবহার নেই। কারারক্ষী ভবনের ছাদে পানির ওভার ফ্লো হয়। সাব স্টেশনের ছাদে পানি জমে।ডিজেলের বরাদ্দ না থাকায় জেনারেটর চালু হয়নি। ব্যাটারী ডাউন হয়ে গেছে।

১৫.২.৩ <u>ফেনী কারাগারে প্রধান প্রধান প্রকিওরমেন্ট:</u>

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাক্কলিত মূল্য	যে পদ্ধদিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃতপক্ষে কার্য সম্পাদনের তারিখ	প্রকৃত ব্যয়
ইন্টারভিউ ব্লক সহ জেল অফিস জেলারদের বাসস্থান দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের ওয়ার্ড	৪১৯.০৯	ওটিএম	১০.১.১২	১২.৮.১৩	৪১৮.৬৯	১১.৮.১৫	২১.৬.১৮	৪১৮.৪৯
বিচারাধীন কয়েদীদের ওয়ার্ড মহিলা বন্দীদের ওয়ার্ড (দন্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন) কিশোর বন্দীদের ওয়ার্ড	৫৭৩.৮৯	ওটিএম	২৩.৮.১২	১৫.০১.১৩	৫৭৩.৬১	১৪.৭.১৪	২৪.৬.১৮	৫৭২.৪৪
ওয়ার্ডেন ব্যারাক মেডিকেল সেন্টার(পুরুষ) কয়েদী সেল	৬১২.৯৮	ওটিএম	০২.৫.১৩	১১.১১.১৩	৬০৫.২৩	১০.১১.১৫	২৪.৬.১৮	৫৯৪.৪৬
১০০০ বর্গফুট, স্টাফ কোয়ার্টার ৮০০ বর্গফুটের স্টাফ কোয়ার্টার ৬০০ বর্গফুটের স্টাফ কোয়ার্টার	৪৭০.০০	ওটিএম	০৫.০২.১৫	০৪.৫.১৫	৪৫৫.৩৩	০৩.৫.১৭	২১.৬.১৮	৪৫৫.০০
সাব স্টেশন ভবন	৪৩.০০	ওটিএম	০৪.৩.১২	২৯.৫.১২	৩৯.৭২	২৮.৫.১৩	৩১.১২.১৮	৩৮.০১
বহি: গ্যাস সংযোগ	১৫.০০	ওটিএম	১৮.১০.১৭	২৮.১১.১৭	১০.৭৫	০৪.১২.১৭	২৮.৫.১৮	১০.৭৪
ভূমি উন্নয়ন	২৫১.০০	ওটিএম	০৪.৩.১২	০৩.৭.১২	২২২.০১	০২.৭.১৩	২১.৬.১৮	২০৭.৪৬
রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ও সোলার সিস্টেম	৪০.০০	ওটিএম	০১.০১.১৮	১৮.০২.১৮	৩৭.৪৫	২১.৬.১৮	২০.৬.১৮	৩৬.৫২

তথ্যসূত্র: ফেনী গণপূর্ত বিভাগ



পিরোজপুর জেলা কারাগার



পিরোজপুর জেলা কারাগারে মেডিকেল সেন্টারের একটি কক্ষ



পিরোজপুর জেলা কারাগারের ভবনের ছাদে জলাবদ্ধতা



পিরোজপুর জেলা কারাগারে নির্মিত আবাসিক ভবন



ফেনী জেলা কারাগার



ফেনী জেলা কারাগারে কিশোর বন্দী ওয়ার্ড



ফেনী জেলা কারাগারে নির্মিত আবাসিক ভবন



ফেনী জেলা কারাগারে নির্মিত বিচারাধীন বন্দী ওয়ার্ড

১৭. আইএমইডি এর সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৭.১ পরিদর্শিত পিরোজপুর ও ফেনী জেলা কারাগারে ডিপিপিতে নির্ধারিত ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ, বিভিন্ন সুবিধাদি সৃষ্টি ও অন্যান্য আনুসংগিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে জেলের বন্দী ও জেলের স্টাফদের আবাসন ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃস্টি হয়েছে।

১৭.২ সংশোধিত প্রকল্প ব্যয়ের ৯৪.৩৯% অর্থ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের একবার সংশোধন এবং দুইবার বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ৩১১১.১৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি (১৮.০৪%) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ৪ বছর ৬ মাস বৃদ্ধি (১৫০%) পেয়েছে। তবে প্রকৃত ব্যয় মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ১৯৬৯.৬৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি (১১.৪২%) পেয়েছে।

১৭.৩ পূর্ত নির্মাণ কাজে ত্রুটি ও প্রকৌশলীগণের মনিটরিং এর দুর্বলতার কারণে ভবনের বিভিন্ন সমস্যা ও ক্রুটি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। পরিদর্শিত দু'টি জেলা কারাগারের অধিকাংশ ভবন/অবকাঠামোতে damp সৃষ্টি হয়েছে। ফ্লোরে ফাটল, ফ্লোর ডেবে গেছে। ভবনের বিভিন্ন অংশআর্দ্র, ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থায় রয়েছে। ভবনের জানালায় মরিচা ধরেছে। পলেস্তাঁরা খসে পড়েছে। কনসোল পাইপ লিক হয়ে দেওয়াল স্যাঁতস্যাতেঁ অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে এ সকল ভবনের Structural damage শুরু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে ভবনগুলো অচিরেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

১৭.৪ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন ও অবকাঠামোসমূ হের রক্ষণাবেক্ষণে গাফি লতি পরিলক্ষিত হয়েছে। পরিদর্শনকালে অধিকাংশ ভবনের ছাদে বৃষ্টির পানি ও পানির ট্যাংকের উপচে পড়া পানি জমে থাকতে দেখা যায়। পানি অপসারণ করা হয় না। এতে ভবনের ছাদ হতে শুরু করে পুরো ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১৭.৫ পিসিআর এর ০৮ নং অনুচ্ছেদে প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়নি।

১৭.৬ পিরোজপুর কারাগারের মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসক, নার্স ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধাদির অভাবে রোগীদের বরিশালে প্রেরণ করা হচ্ছে। হাসপাতালের সর্বত্র জরাজীর্ণ অবস্থা।

১৭.৭ তেলের বরাদ্দ না থাকায় পরিদর্শিত দু'টি জেলা কারাগারে জেনারেটর চালু করা যায়নি। সোলার প্যানেল চালু নেই। জেনারেটর ও সোলার প্যানেলের অনেক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে মর্মে পরিদর্শনকালে দেখা যায়।

১৭.৮ কারা অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক দেয়া তথ্য মোতাবেক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর ও পিরোজপুর সাইটে কোন অডিট আপত্তি নেই। অবশিষ্ট চারটি সাইটে বিভিন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে। কারা অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত মোতাবেক প্রকল্পের অডিট আপত্তির বিবরণ ও নিষ্পত্তির অবস্থা নিম্নরূপ:

এক্সটারনাল অডিট:

জেলা কারাগারের নাম	অর্থবছর	জড়িত অর্থের পরিমানসহ অডিট প্রতিবেদনে উল্লেখিত আপত্তি সমূহের বিবরণ	আপিত্ত নিষ্পত্তি হয়েছে কী না? না হয়ে থাকলে কোন পর্যায়ে কি অবস্থায় রয়েছে তার বিবরণ
সুনামগঞ্জ	২০১৩-১৪	ভূমি উন্নয়ন কাজে ১৫% লিংকেজ বাদ না দিয়ে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ১০,৪৯,৬১৯/- টাকা।	০৮/১১/২০১৭ তারিখের অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়।
		নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারে নিকট হতে চুক্তি মোতাবেক জরিমানা আদায় না করায় ক্ষতি ৩৪,৮১,৮৫১/- টাকা।	আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়নি। সর্বশেষ ব্রডশীট জবাব তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত সার্কেল সিলেট বরাবরে ০১/১২/২০২০ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

মাদারীপুর	২০১২-১৩	নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি নবায়ন এর পরিবর্তে ফেরত প্রদান এবং ঠিকাদারের সময় বর্ধনের আবেদন না করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হলেও চুক্তির শর্ত মতে ১০% হারে জরিমানা আদায় না করায় ৭৫,১২,৩০৮/- টাকা ক্ষতি।(জেলা কারাগার সম্পর্কিত-৪২,২৬,৮১৭/-)	ব্রডশীট জবাব ৩১/১২/২০১৪ প্রেরণ করা হয়েছে।
		চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারগণের কার্যাদেশ বাতিল সহ তাদের নিকট হতে ১০% হারে লিকুইডিটি ড্যামেজ আদায় না করায় সরকারের ৬২,৬৩,৬৭১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি। (জেলা কারাগার সম্পর্কিত-৩২,১৯,৮১৪/)	
		পিপিআর -২০০৮ এর বিধান উপেক্ষা করে ১ (এক) কোটি টাকার উর্দ্ধে কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ ব্যতীত কার্যাদেশ প্রদান এবং ঠিকাদারগণকে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ করায় সরকারের ৪২,২৭,৬৫.৫২১/- টাকা ক্ষতি। (জেলা কারাগার সম্পর্কিত-৩,২১,৯৮,১৪৪/-)	
		দরপত্রে অস্বাভাবিক ভারসীমাহীনতার সৃষ্টি হলেও ঠিকাদারের নিকট হতে পারফরমেন্স সিকিউরিটি কম আদায়ের ফলে সরকারের ২৩,৩০,৬৯৬/- টাকা ক্ষতি।	
		দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্য কম পরিমাণে দরপত্র মূল্য উদ্ধৃতকরণ করা হলেও ঠিকাদারের নিকট হতে চুক্তিমূল্যের ২৫% হারে কার্য সম্পাদন জামানত আদায় না করায় সুদসহ সরকারের ৬৪,৩৯,৬২৯/ টাকা ক্ষতি	
কিশোরগঞ্জ	২০১২-১৩	পি,পি,আর-২০০৮ এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে প্রাক্কলিত মূল্যের অস্বাভাবিক ১৩.০৪% নিম্নদর হওয়া সত্বেও দরপত্র বাতিল না করে ২,২৯,৯০,৪১৪ টাকার দরপত্র মূল্যায় ন ও অনুমোদন।	কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের সর্বশেষ ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখের নং-২৫.৩৬.৪৮০০.১৬৩.১৪.০৪-৬.২০-২৬৪০ নং স্মারকের বরাতে অবহিত করা হয়েছে যে, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের স্মারক নং ১৭-৩০/১৭-১৮/৩২৬৫ এর মাধ্যমে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে; পরবর্তীতে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি এবং সিদ্ধান্ত পাওয়া সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
	২০১৪-১৫	সরকারি কাজের গুণগতমান বজায় রাখার বিষয়টি বিবেচনা না করে বা কোন কারণ অনুসন্ধান, ঠিকাদারের ব্যাখ্যা গ্রহণ এমনকি প্রাক্কলন পু ন পরীক্ষা না করে অস্বাভাবিক ও আশংকাজনক হ্রাসকৃত মূল্যে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান। জড়িত টাকা ১১,৯০,৫০,০১০/-।	কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের সর্বশেষ ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখের নং-২৫.৩৬.৪৮০০.১৬৩.১৪.০৪-৬.২০-২৬৪০ নং স্মারকের বরাতে অবহিত করা হয়েছে যে, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের ২০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের স্মারক নং-২০৪৯ এর মাধ্যমে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে; পরবর্তীতে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি এবং সিদ্ধান্ত পাওয়া সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

	২০১৫-১৬	অনৈতিকভাবে এবং পছন্দের ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে Non-Responsiveকরে উচ্চ মূল্যের দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৪০,০১,৫১০/-।	কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের সর্বশেষ ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখের নং-২৫.৩৬.৪৮০০.১৬৩.১৪.০৪-৬.২০-২৬৪০ নং স্মারকের বরাতে অবহিত করা হয়েছে যে, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের স্মারক নং-২৮০৭ এর মাধ্যমে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে; পরবর্তীতে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি এবং সিদ্ধান্ত পাওয়া সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
	২০১৫-১৬	ডিপিপি'তে সংস্থান বহির্ভূত এবং কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য বহির্ভূত আইটেম প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত পূর্বক চুক্তি সম্পাদন করায় ক্ষতি ১,৯৩,৩,০০০.০০ টাকা।	কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের সর্বশেষ ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখের নং-২৫.৩৬.৪৮০০.১৬৩.১৪.০৪-৬.২০-২৬৪০ নং স্মারকের বরাতে অবহিত করা হয়েছে যে, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের স্মারক নং-১৭-৩০/১৭-১৮/৩২৬৫ এর মাধ্যমে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে; পরবর্তীতে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি এবং সিদ্ধান্ত পাওয়া সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
	২০১৭-১৮	পিপিএ/২০০৬ এর ধারা লঙ্ঘন করে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে নন-রেসপসিভ বিবেচিত দরদতাকে রেসপনসিভ হিসাবে অনুমোদন করতঃ কার্য সম্পাদন জনিত অনিয়ম জড়িত ৩,৩৩,৭৫,৯৫৮.০০ টাকা।	কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের সর্বশেষ ০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখের নং-২৫.৩৬.৪৮০০.১৬৩.১৪.০৪-৬.২০-২৬৪০ নং স্মারকের বরাতে অবহিত করা হয়েছে যে, কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের স্মারক নং -১৭-১৪/১৭-১৮/৩১৯৫ এর মাধ্যমে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের স্মারক নং-২৫.০০.০০০০.০২৫.০১.০১২.১৯.৫৫ মারফত পুন: জবাব চাওয়া হয়েছে যা এখনও প্রেরণ করা হয়নি।
ফেনী	২০১২-১৩	বরাদ্দের তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে জুন-১৩ মাসে হস্তরশিদের মাধ্যমে ১,২৯,২৫,৪৭৩/- টাকা পরিশোধজনিত গুরুতর অনিয়ম। (কারাগার অংশে ৩৪,০৬,২৮৪/-)	১৭-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকায় ত্রি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিটি উপস্থাপন করা হয়েছে। আপত্তিটির পু ন:জবাব প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে ফেনী গণপূর্ত বিভাগের ২৪/১১/২০২০ তারিখে পত্রে অবহিত করেছে। আপত্তিটি অমিমাংসীত অবস্থায় রয়েছে।

	২২০১৩-১৪	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে বিলম্ব জনিত ক্ষতিপূরণ/জরিমানার অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ৬৫,২৫,১৪৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি লংঘন করে প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা অস্বাভাবিক উর্ধ্ব দরে দরপত্র গ্রহণ ও কার্যসম্পাদন করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,৫৫,০৭,৭৬৫/৫৯ টাকা। (কারাগার অংশে ২০,৩৯,৫৮৪/৬২ টাকা)। পিপিআর-২০০৮ এর শর্তানুযায়ী নির্মাণ কাজের বীমা কভারেজ না করাতে ক্ষতি ২৬,৯১,৫১৪/-টাকা। (কারাগার অংশে ৭,১৫,৭৯৮/- টাকা)।	১৭-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকায় ত্রি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিটি উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তিটির পু ন:জবাব চাওয়া হয়েছে।আপত্তিটি অমিমাংসীত অবস্থায় রয়েছে।
	২০১৪-১৫	পিপিআর/২০০৮ এর বিধিমালা ৩৩(২) উপেক্ষা করে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত দর হতে অস্বাভাবিক উর্দ্ধদরে দরপত্র গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,১২,১৩,৯৭৬/- টাকা। CPW-D কোডের প্যারা ৮১ নির্দেশ উপেক্ষা করে ড্রইং ডিজাইনে কোন পরিবর্তন ব্যতীত বাস্তব কাজে অতিরিক্ত কাজ সম্পাদন দেখিয়ে বিল পরিশোধে সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৭৩,৬৪,৪৭৫/- টাকা।	১৭-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকায় ত্রি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিটি উপস্থাপন করা হয়েছে। পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তিটির পু ন: জবাব চাওয়া হয়েছে। আপত্তিটি অমিমাংসীত অবস্থায় রয়েছে।

ইন্টারনাল অডিট:

জেলা কারাগারের নাম	অর্থবছর	জড়িত অর্থের পরিমানসহ অডিট প্রতিবেদনে উল্লেখিত আপত্তি সমূহের বিবরণ	আপিত্ত নিষ্পত্তি হয়েছে কী না? না হয়ে থাকলে কোন পর্যায়ে কি অবস্থায় রয়েছে তার বিবরণ
ফেনী	২০১৪-১৫	একই প্রকল্প এরিয়াতে একই দরপত্রের মাধ্যমে সম্পাদনকৃত তিনটি পৃথক ভবন নির্মাণ কাজের পাইলিং এর অনুকূলে একটির স্থলে তিনটি মোবালাইজেশন সেট এর প্রভিশন রাখায় ২,৩২,০০০/- টাকা।	১৭-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে দ্বি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিটি উপস্থাপন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপুর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক আপত্তিটির পুন: জবাব চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে আপত্তিটি অমিমাংসীত অবস্থায় রয়েছে।
মাদারীপুর	২০১৫-১৬	ঠিকাদার কর্তৃক মোডিফিকেশন অনুযায়ী প্রদত্ত বিল হতে ২০% (Less) কর্তন না করিয়া বিল প্রদান করায় সরকার ৩,৮৬,৪৬৪/- টাকার আথিক ক্ষতির সম্মুখীন।	মাদারীপুর গণপূর্ত বিভাগের ০১/১২/২০২০ তারিখের পত্রে অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।
		অনুমোদিত চুক্তি মূল্যের চেয়ে প্রদত্ত বিলে অতিরিক্ত পরিমান প্রদর্শন করে বিল পরিশোধ করায় সরকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখী। জড়িত টাকা -৩,১৭,৪৯৯/-	
	২০১৬-১৭	অনুমোদিত প্রাক্কলন ও গৃহীত দরপত্র অপেক্ষা অধিক কাজ প্রদর্শন করে বিল পরিশোধ করায় সরকারী অর্থ অপচয়। জড়িত টাকা-২,২৯,৯৭৫/-	
ফেনী	২০১৪-১৫	একই প্রকল্প এরিয়াতে একই দরপত্রের মাধ্যমে সম্পাদনকৃত তিনটি পৃথক ভবন নির্মাণ কাজের পাইলিং এর অনুকূলে একটির স্থলে তিনটি মোবালাইজেশন সেট এর প্রভিশন রাখায় ২,৩২,০০০/- টাকা।	১৭-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে দ্বি-পক্ষীয় সভায় আপত্তিটি উপস্থাপন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপুর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক আপত্তিটির পুন: জবাব চাওয়া হয়েছে। বর্তমানে আপত্তিটি অমিমাংসীত অবস্থায় রয়েছে।

১৮.০ আইএমইডি'এর সুপারিশ/মতামত:

১৮.১ ৩টি **জেলা কারাগারের অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২টি জেলা কারাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (সংশোধিত)**"শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন ও অবকাঠামোসমূহ ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য এগুলোর নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায়, কারা অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় ০৫টি জেলার কারাগারে নির্মিত সকল ভবন, অবকাঠামো ও সুবিধাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করে Structural damage এর প্রকৃতি চিহ্নিত ও পরিমাণ নিরূপণ করে এগুলোর প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.১-১৫.২, ১৭.৩-১৭.৫);

১৮.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহের জরাজীর্ণ অবস্থার জন্য দায়ী ব্য ক্তিগণের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে(অনুচ্ছেদ ১৫.১-১৫.২, ১৭.৩-১৭.৫);

১৮.৩ পিসিআর এ প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হবে;

১৮.৪ কারা হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনয়ীয় সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য জনবল নিয়োগ ও চিকিৎসা সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৬);

১৮.৫ প্রতিটি ভবনের ছাদে নিয়মিত পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে(অনুচ্ছেদ ১৫.১.২, ১৫.২.২ ও ১৭.৪);এবং

১৮.৬ প্রকল্পের সকল সিভিল অডিট সম্পন্ন করে ফলাফল আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিটে কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে২০১২-১৩ অর্থবছরে ২,২৯,৯০,৪১৪/-টাকার ০১টি,২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১১,৯০,৫০,০১০/-টাকার ০১টি,২০১৫-১৬ অর্থবছরে৪০,০১,৫১০/-টাকার ০১টি ও ১৯,৩৩,০০০/- টাকার ০১টি এবং২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩,৩৩,৭৫,৯৫৮/- টাকার ০১টি অডিট আপত্তি রয়েছে; অডিটের ফলাফল/সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নিমর্মে কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ হতে জানানো হয়েছে ।বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অনুরোধ জানানো হলো (অনুচ্ছেদ ১৭.৮)।

১৯। প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ/মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

`

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন,২০১৮)

০১.	প্রকল্পের নাম	সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
০২.	উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয়	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয়
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কারা অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর (পূর্ত কাজের জন্য)
০৪.	প্রকল্পের ধরণ	বিনিয়োগ প্রকল্প
০৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার

০৬. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষটাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৯৭৭২.৭২	২২৬৯৫.৫১	২১৫৯৮.৯৯	জানুয়ারি ২০১২- জুন ২০১৫	জানুয়ারি ২০১২- জুন ২০১৭	জানুয়ারি ২০১২- জুন ২০১৭	৫০২.৫৫ (১৩.২২%)	০১ বছর (৫০%)

তথ্যসূত্র: জননিরাপত্তা বিভাগের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন(পিসিআর)

০৭. প্রকল্প এলাকা: সিলেট

০৮. প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:

মূল প্রকল্প ১৯৭৭২.৭২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২- জুন ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১০ এপ্রিল ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭২.৭২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২- জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বাংলাদেশ পুলিশের সার্কেল অফিসের পুনর্বিণ্যাসের কারণে বেতাগী সার্কেল বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া, সীমানা প্রাচীর ও রাস্তার দৈর্ঘ্য (সদর সার্কেল, গোপালগঞ্জ;সদর সার্কেল, মৌলভীবাজার; বারহাট্টা সার্কেল, নেত্রকোনা; ভেড়ামারা সার্কেল, কুষ্টিয়া; বেড়া সার্কেল, পাবনা ও কোর্টচাঁদপুর, ঝিনাইদহ স্টেশনে) মূল দরপত্রের চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায়, কিছু ফিনিংশিং আইটে দরপত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, পাইলের দৈর্ঘ্য (মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট ও গৌরনদী, বরিশাল স্টেশনে) বৃদ্ধি পাওয়ায়, জমি নীচু হওয়ায় (বারহাট্টা, নেত্রকোনা; হাজীগঞ্জ সার্কেল, চাঁদপুর; উখিয়া সার্কেল, কক্সবাজার; সাতকানিয়া সার্কেল, চট্টগ্রাম; রামগড় সার্কেল, খাগড়াছড়ি;মুরাদনগর সার্কেল, কুমিল্লা;সৈয়দপুর সার্কেল, নীলফামারী ও মোড়লগঞ্জ সার্কেল, বাগেরহাট) ভূমি উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি ০৬ জুন ২০১৮ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

০৯. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার ১৭৮৯ সালে জেলা কারাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ তারিখে কেন্দ্রযি কারাগারে উন্নীত হয়। কারাগারের অধিকাংষ স্থাপনা ২০০ বছর পূর্বে নির্মিত এবং বর্তমানে সেগুলো জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সিলেট কেন্দ্রয়ি কারাগারের বেশীরভাগ ভবন ব্যবহারের অনুপযোগী। বিদ্যমান কারাগারের ১২১০ জন বন্দীর ধারণ ক্ষমতা থাকলেও বর্তমানে প্রায় ২৮৫২ জন বন্দী রয়েছে বিধায় তারা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং অমানবিক পরিবেশে বসবাস করছে।

১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

দেশের আইন শৃঙ্খলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত সার্কেল এএসপি'দের জন্য অফিস কাম বাসভবন নির্মাণ করা।

১১ .প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি: (পিসিআর মোতাবেক)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	কাজেরনাম	ডিপিপিতেলক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃতবাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০১.	কর্মকর্তাদের বেতন ও ভাতাদি	০২	১১.০০	থোক	৯.৯৬
০২	স্টাফদের বেতন ও ভাতাদি	১২৬		থোক	
০৩.	জ্বালানী ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৭.০০	থোক	৬.৫৮
০৪.	কাঠামোগত নকশা ও ডিজাইন স্থাপত্য নকশা, প্রাক্কলন, টেন্ডার দলিলাদি ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ ও নমুনা	থোক	১৪.০০	থোক	১৩.৯৯
০৫.	স্টেশনারী ক্রয়	থোক	২.০০		১.৯৯
০৬.	বিজাপন	৫০টি	১৫.০০		১৪.৯৮
০৭.	ফি/পারিশ্রমিক ও সম্মানী	থোক	৭.৫০		৫.৩৮
০৮.	টপোগ্রাফী সার্ভে	২৫টি	৬.০০		৪.৮০
	উপমোট (রাজস্ব)		**৬২.৫০**		**৫৭.৯৫**
০৯.	গাড়ী ক্রয়	১	৬২.০০	৬২.০০	
১০.	কম্পিউটার ও আনুসংগিক সরন্জামাদি	২	১.৫০	১.৫০	
১১.	অফিস সরন্জামাদি	৩টি	২.০০	১.৫	
১২.	আসবাবপত্র, তৈজসপত্র ইত্যাদি	১৫সেট	২.০০	২.০০	
	ভূমি উন্নয়ন	৭৪২৮.৩৯ঘ:মি	১৬.১৩		
	পূর্ত কাজ	৮৪৩১.২৩ঘ.মি	২৫১৯.০৮	৩২০১.৪৯	
	অন্যান্য ভবন ও অবকাঠামো	২৫	৬৮২.২১		
	উপমোট (মূলধন)		**৩২৮৪.৯২**	**৩২৬৮.৪৯**	
	সর্বমোট		**৩৩৪৭.৪২**	**৩৩২৬.৪৪**	

তথ্যসূত্র: পিসিআর

১২. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ড. চৌধুরী মো: জাবের সাদেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ১৯ অক্টোবর ২০১৫ হতে প্রকল্পের সমাপ্তি অবধি খন্ডকালীন দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৩. সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়:

প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩৩৪৭.৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ছাড় হয়েছে ৩৩৪৭.৪২ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৩৩২৬.৪৪ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৩৭% ।

অর্থবছর	মূল ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	১ম সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অর্থ ব্যয়
২০১৫-১৬	৩০০.০০	২৯৯.২৪	২৯৯.২৪	২৯৯.২৪	২৯৯.২৪
২০১৬-১৭	৩৫২৮.৮৯	১৬৯৯.৫৬	১৬৯৯.৫৬	১৬৯৯.৫৬	১৬৯৯.৫৬
২০১৭-১৮		১৩৪৮.৬২	১৩৪৮.৬২	১৩৪৮.৬২	১৩২৭.৬৪
	৩৮২৮.৮৯	**৩৩৪৭.৪২**	**৩৩৪৭.৪২**	**৩৩৪৭.৪২**	**৩৩২৬.৪৪**

তথ্যসূত্র: পিসিআর

১৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সরেজমিনে পরিদর্শন:

আইএমডি কর্তৃক দৈবচয়নের ভিত্তিতে ০৮টি প্রকল্প সাইট অর্থাৎ কাপ্তাই সার্কেল (রাঙামাটি), রামগড় সার্কেল (খাগড়াছড়ি), সদর সার্কেল (মৌলভীবাজার), গফরগাঁও সার্কেল (ময়মনসিংহ), সৈয়দপুর সার্কেল (নীলফামারী),বি -সার্কেল (রংপুর),ক - সার্কেল (খুলনা) ও মোড়লগঞ্জ সার্কেল (বাগেরহাট) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

- কাপ্তাই সার্কেল, রাঙামাটি :

৩০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে কাপ্তাই সার্কেল, রাঙামাটিতে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এএসপি'র অফিস কাম বাসভবন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও রাঙামাটি পিডব্লিউডি বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ বিভাগের নিজস্ব জমিতে ৬তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দোতলা ভবনের নির্মাণ কাজ ৩১ মে ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত হয়। আগষ্ট ২০১৮ মাসে পুলিশ বিভাগের নিকট ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে। নভেম্বর ২০১৮ হতে অফিস কাম বাসভবন ব্যবহার করা হচ্ছে। অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। নিচ তলায় ভিজিটর স্পেস, ০৩টি অফিস স্পেস, ০১টি মিনি কনফারেন্স রুম করা হয়েছে। দোতলায় ০৩টি বেডরুম, ডাইনিং কাম ফ্যামিলি লিভিং ০১টি, লিভিং রুম রয়েছে। বহি: পানি সরবরাহ, বহি: বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, গ্যারেজ, সীমানা প্রাচীর, সারফেস ড্রেন, অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। কাজের মান আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হয়েছে। বর্তমানে নতুন ভবনে শুধুমাত্র অতিরিক্ত এএসপি অফিস করছেন। প্রয়োজনীয় ফার্নিচার নেই বিধায় ইন্সপেক্টর, এসএআইও ০৪ জন কনস্টেবল নতুন ভবনে অফিস করতে পারছেন না। ভবনে কোন জেনারেটর নেই মর্মে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান।

- রামগড় সার্কেল, খাগড়াছড়ি:

০১ ডিসেম্বর২০১৮ তারিখে রামগড় সার্কেল, খাগড়াছড়ি কাপ্তাই সার্কেলে নবনির্মিত এএসপি'র অফিস কাম বাসভবন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও খাগড়াছড়ি পিডব্লিউডি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। মূল ভবন নির্মিত হয়েছে। গ্যারেজ, জলাধার নির্মাণ, সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন করা হয়েছ। ঠিকাদারকে ২০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ প্রদানের ০৯ মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্নের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ঠিকাদার পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি। পরিদর্শনকালে ড্রেনের কাজ, পেইন্টিং এর কাজ, পোর্চে টাইলস বসানোর কাজ করতে দেখ যায়। ভবনটি হস্তান্তর করা হয়নি এবং চালু হয়নি। ইলেকট্রিক ফিটিংস্, ফ্যান লাগানো হয়নি।

- সদর সার্কেল মৌলভীবাজার:

০১ ডিসেম্বর২০১৮ তারিখে সদরসার্কেল , মৌলভীবাজারে নবনির্মিতএএসপি 'র অফিস কাম বাসভবন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও মৌলভীবাজার পিডব্লিউডি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। ভবনটি পুলিশ বিভাগের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়নি। তবে ভবন ব্যবহার করা হচ্ছে। ড্রেন, গ্যারেজ, ইন্টারনাল রোড, গভীর নলকূপ, সীমান প্রাচীর করা হয়েছে। কোন বিশেষ অসুবিধা নেই। পরিদর্শনে জানা যায় যে, গভীর নলকূপ হতে আয়রন আসে। নলকূপে পিউরিফায়ার স্থাপন করা প্রয়োজন মর্মে পিডব্লিউডি এর প্রকৌশলীগণ অবহিত করেন।

- গফরগাঁও সার্কেল, ময়মনসিংহ:

১৭ মে ২০১৯ তারিখে গফরগাঁও সার্কেল, ময়মনসিংহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পিডব্লিউডি বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। জুন ২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়া কার্যাদেশ প্রদানের ১২ মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্নের জন্য নির্ধারিত ছিল। কাজ সমাপ্ত হয়নি। ৬ তলা ফাউন্ডেশনবিশিষ্ট দোতলার মূল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। টাইলস্ এর কাজ চলমান দেখা যায়। স্যানিটারি ফিটিংসসমূহ ও দরজার সিটকানি ভালো মানের নয়। জলছাদের নেটসিমেন্ট কোটিং উঠে গেছে। অভ্যন্তরীণ সড়ক করা হয়নি। টিউবওয়েলে কোন প্লাটফরম নেই। ভবনটি চালু হয়নি।

- মোড়েলগঞ্জ সার্কেল, বাগেরহাট:

২০ মে ২০১৯ তারিখে মোড়েলগঞ্জ সার্কেল, বাগেরহাট পরিদর্শন করা হয়। মূল ভবন নির্মিত হয়েছে। ২৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ৩১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ কাজ সম্পন্নের জন্য নির্ধারিত ছিল। গ্যারেজ নির্মাণ হয়নি। মাটি কাটতে দেখা যায়। বাউন্ডারী ওয়ালের প্লাষ্টারের কাজ বাকী রয়েছে। ভবনের দেয়াল সংলগ্ন এপ্রোনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভবনের

সামনের সিড়িতে মার্বেল স্টোন বসানো হয়নি। ভবন নির্মাণ পুরোপুর শেষ না হলেও এটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর, এসআই নেই। ২জন কনস্টেবল রয়েছে।

- ক- সার্কেল, খুলনা:

২০মে ২০১৯ তারিখে ক- সার্কেল, খুলনা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং পিডব্লিউডি বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।ভবনটি পুলিশ বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। গত বছরের জুন থেকে ভবনটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিজাইন অনুসরণ করে করা হয়েছে। কাঠ,ফিটিংস, স্যানিটারি ফিটিংস ভালো মানের মনে হয়েছে। জলছাদে ফাটল দেখা দিয়েছে। পরিদর্শনে জানা যায় যে, সার্কেল অফিসে সাবইন্সপেক্টর ও এএসআই নেই।

- সৈয়দপুর সার্কেল, নীলফামারী :

০১ জুন ২০১৯ তারিখে সৈয়দপুর সার্কেল, নীলফামারীতে নির্মিত এএসপি 'র অফিস কাম বাসভবন পরিদর্শন করা হয়।পরিদর্শনকালে পিডব্লিউডি বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী ও পুলিশ বিভাগের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। ভবনটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিজাইন অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছে। কিছু কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। যেমন: ভবনে ভালো কাঠ ব্যবহার করা হয়নি। অভ্যন্তরীণ সড়কের খোয়া বের হয়ে যাচ্ছে। ছাদে সিমেন্টের কোটিং উঠে গেছে।

- বি সার্কেল,রংপুর :

০১ জুন ২০১৯ তারিখে সৈয়দপুর সার্কেল, নীলফামারীতে নির্মিত অফিস কাম বাসভবন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পিডব্লিউডি বিভাগের উপ বিভাগীয় ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন। ভবনটি ২০১৮ সালের মার্চে হস্তান্তর হয়েছে। নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ব্যবহার শুরু হয়েছে। বহি: পানি সরবরাহ, বহি: বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, গ্যারেজ, সীমানা প্রাচীর, সারপেস ড্রেন, অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। কাজের মান আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হয়েছে।

১৫. প্রকল্প পরিদর্শনকালে গৃহীত ছবি



ক- সার্কেল, খুলনা এএসপি'র অফিস কাম বাসভবন



সৈয়দপুরসার্কেল, নীলফামারী এএসপি'র অফিস কাম বাসভবন




মোড়লগঞ্জ সার্কেল, বাগেরহাট এএসপি'র অফিস কাম বাসভবন ও নির্মাণাধীন সীমানা প্রাচীর




বি সার্কেল,রংপুর এএসপি'র অফিস কাম বাসভবন

সদর সার্কেল,মৌলভীবাজার এএসপি'র অফিস কাম বাসভবন




গফরগাঁও সার্কেল, ময়মনসিংহ এএসপি'র অফিস কাম বাসভবন ও টাইলস বসানোর কাজ

১৬. <u>আইএমইডি এর পর্যবেক্ষণ:</u>

১৬.১ প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৯.৩৭%। ভৌত কাজের মধ্যে ডিপিপিতে নির্ধারিত ২৫টি এএসপি সার্কেল অফিস কাম বাসভবনের মধ্যে ২৪টি নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের সার্কেল অফিসের পুনর্বিণ্যাসের কারণে বেতাগী সার্কেলে (বরগুনা) ভবন নির্মাণ করা হয়নি।

১৬.২ আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন জেলায় এএসপি 'দের জন্য অফিস কাম বাসভবন নির্মিত হওয়ায় পুলিশের সার্কেল অফিসে উন্নত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি হবে যা দেশের আইন শৃঙ্খলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়।

১৬.৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন জুন ২০১৮তে সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শিত ০৮টি সাইটে মূল ভবন নির্মিত হলেও ০৩টি সাইটে অর্থাৎ রামগড় (খাগড়াছড়ি), গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) ও মোড়লগঞ্জ (বাগেরহাট) সাইটে প্রকল্প সমাপ্তির পরও বিভিন্ন পূর্ত ও ফিনিশিং কাজ বাকী রয়েছে । প্রকল্প শেষ হলেও এ তিনটি সাইটে কাজ শেষ হয়নি। মোড়লগঞ্জ সার্কেল অফিসের ব্যবহার শুরু হলেও গফরগাঁও ও রামগড়ের সার্কেল অফিসের ব্যবহার শুরু হয়নি। এর ফলে স্থানীয় জনগণের প্রকল্পের সুবিধা পেতে বিলম্ব হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন না করায় ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৬.৪ পরিদর্শিত ০৮টি সাইটের মধ্যে ০২টি সাইটে অর্থাৎ গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) ও সৈয়দপুর (নীলফামারী) সাইটে বিভিন্ন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে নিম্নমানের স্যানিটারী ফিটিংস এর ব্যবহার /নিম্নমানের কাঠের ব্যবহার/ জলছাদের নেট সিমেন্ট কোটিং উঠে যাওয়া/অভ্যন্তরীণ সড়কের খোয়াবের হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

১৬.৫ পরিদর্শিত ০৮টি সাইটের মধ্যে কাপ্তাই সার্কেল, রাঙামাটির এএসপি 'র অফিস কাম বাসভবন ব্যতিত অন্য কোন সাইটের অফিস কাম বাসভবন পুলিশ বিভাগের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়নি।

১৬.৬ পরিদর্শিত সাইটসমূহে পুলিশের জনবলের (ইন্সপেক্টর/সাব-ইন্সপেক্টর/এএসআই/কনস্টেবল/স্টেনোগ্রাফার) ঘাটতি রয়েছে।

১৬.৭ প্রকল্পের কোন ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট (মহাহিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন করা হয়নি।

১৭.০ <u>আইএমইডিএর মতামত:</u>

১৭.১ ২০১৮ সালের জুনে প্রকল্প শেষ হলেও ০৩টি সাইটে অর্থাৎ রামগড় (খাগড়াছড়ি), গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) ও মোড়লগঞ্জ (বাগেরহাট)সাইটে কাজ শেষ হয়নি। জননিরাপত্তা বিভাগ/পুলিশ কর্তৃক বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন;

১৭.২ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়া সংশ্লিষ্ট সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে চুক্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পুলিশের সকল সার্কেল কাম বাসভবনের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ভবনসমূহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে আর্থিক সংস্থান রাখতে হবে;

১৭.৪ গফরগাঁও(ময়মনসিংহ)ও সৈয়দপুর (নীলফামারী) সার্কেলে নির্মিত ভবনে নিম্নমানের স্যানিটারী ফিটিংস ব্যবহার /নিম্নমানের কাঠের ব্যবহার/ জলছাদের নেট সিমেন্ট কোটিং উঠে যাওয়া/অভ্যন্তরীণ সড়কের খোয়া বের হয়ে যাওয়া বিষয়গুলো পরীক্ষ-নিরীক্ষা করে Corrective Measure গ্রহণ করতে হবে;

১৭.৫ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল সার্কেল অফিস কাম বাসভবন পুলিশ বিভাগের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৭.৬ দ্রুত ও উন্নত সেবা নিশ্চিত করারজন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল সার্কেল অফিসেপ্রয়োজনীয় জনবলের (ইন্সপেক্টর/সাব-ইন্সপেক্টর/এএসআই/ কনস্টেবল/স্টেনোগ্রাফার) নিয়োগ প্রদান করতে হবে: এবং

১৭.৭ প্রকল্পের সকল অর্থ বছরের ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনালঅডিট (মহাহিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন করতে হবে। অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আইএমইডি এর বর্ণিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি কে অবহিত করতে হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: **জুন ২০১৮**)

১। প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ

২। প্রকল্পের অবস্থান : সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর।

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/সুরক্ষা সেবা বিভাগ

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	হ্রাসকৃত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
২৩৭৬.৫৪	২২৩১.১৫	জানুয়ারি ২০১৫ হতেজুন ২০১৮ (৪২ মাস)	জানুয়ারি ২০১৫ হতেজুন ২০১৮ (৪২ মাস)	(-) ১৪৫.৩৯ (৬.১১%)

৬। **প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের বাস্তবায়ন:**

(লক্ষ টাকায়)

অংগসমূহের নাম	ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(ক) রাজস্বখাত				
প্রকল্প পরিচালকের বেতন	১৯.১৮	৩৩ জনমাস	১৯.১৭	৩৩ জনমাস
কর্মচারীর বেতন	১.৯৪	১২ জনমাস	১.৩৪	৯ জনমাস
ভাতাদি	১৪.৭৭	৩৩ জনমাস	১৪.০৯	৩৩ জনমাস
প্রকল্প অফিস ব্যয়	৯.০০	থোক	৬.৮২	থোক
ডিপিপি তৈরি, স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের পিপিএই-১ এর স্টেশনারী ব্যয়।	১১.০০	থোক	১০.০০	থোক
বিজ্ঞাপন ব্যয়	৭.২৫	থোক	৭.২২	থোক
আউটসোর্সি পদ্ধতিতে এম.এল.এস.এস শ্রমিক মজুরী	৫.৭৫	থোক	৫.৫৩	থোক
সম্মানী ব্যয়	৫.৩০	থোক	৩.৯৯	থোক
মাইক্রোবাস ভাড়া	২৪.৬৬	৩০মাস	২৪.৬৫	৩০মাস
উপ-মোট রাজস্ব	৯৮.৮৫		৯২.৮১	
(খ) মূলধনখাত				
ল্যাপটপ/ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রকল্প অফিস সামগ্রী	৯.৩০	থোক	৯.৩০	থোক
ফার্নিচার	৪০.০০	১৬৩ টি	১৯.৫৭	১৬৩ টি
ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি	৮.০০	১টিলট	৭.৭০	১টিলট
অফিস ভবন নির্মাণ ও পূর্তখাত	১৫৩৭.৮৯	৪৯৬৯বর্গমি.	১৫১৭.৯৫	৪৯৬৯বর্গমি.
বহি:বিদ্যুতায়ন ব্যয়	৬৮২.৫০	থোক	৫৮৩.৮২	থোক
উপ-মোট মূলধন	২২৭৭.৬৯		২১৩৮.৩৪	
সর্বমোট(রাজস্ব খাত+মূলধন খাত)	**২৩৭৬.৫৪**		**২২৩১.১৫**	

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৭.১ পটভূমি: মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ ২ জানুয়ারি ১৯৯০ হতে কার্যক রা হয়। এ আইনে বিদ্যমান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে মাদক পাচার, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ বেড়ে যাওয়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ প্রকল্পেরউদ্দেশ্য:

- মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসমক্ষে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অবৈধ মাদকসেবীদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।
- অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ।

৭.৩ প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- ১টি ৯ তলা ভবন নির্মাণ
- প্রতিটি ভবনের জন্য অভ্যন্তরীণ স্যানিটেশন,
- অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বাউন্ডারী ওয়াল, ভূমি উন্নয়ন, আসবাবপত্র ক্রয়,
- সোলার প্যানেল, লিফট ও এসিস্থাপন।

৭.৪ প্রকল্পেরঅনুমোদনঅবস্থা: আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ২৩.৭৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২/০২/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুমোদিত হয়।

৭.৫ <u>প্রকল্পপরিচালকসম্পর্কিততথ্য</u> :

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়েরআওতায়সেগুনবাগিচা, ঢাকাতেপ্রকল্পটিবাস্তবায়িতহয়েছে।
নিম্নেবর্ণিতকর্মকর্তাপ্রকল্পেরপ্রকল্পপরিচালকেরদায়িত্বপালনকরেন :

কর্মকর্তারনাম ও পদবী	কার্যকাল		মন্তব্য
	শুরু	পর্যন্ত	
জনাবমাহমুদকবীর, উপসচিব	১৫ অক্টোবর, ২০১৫	৩০ জুন ২০১৮	পূর্নকালীন

৭.৬ **<u>প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি</u>** :

প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৭৬.৫৪ লক্ষ টাকা। মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট ২২৩১.১৫ লক্ষ টাকা (৯৩.৮৬%)। প্রকল্পটির অনুকুলে ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৭-২০১৮ বছর পর্যন্ত সময়ে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল:

আর্থিকবছর	সংশোধিতএডিপিতেবরাদ্দ		অবমুক্ত	ব্যয়	
	মোটটাকা	জিওবি	টাকা	মোটটাকা	জিওবি
২০১৫-২০১৬	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
২০১৬-২০১৭	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
২০১৭-২০১৮	১৫৭৮.০০	১৫৭৮.০০	১৫৭৮.০০	১৪৩১.৩৯	১৪৩১.৩৯
মোট	**২৩৭৮.০০**	**২৩৭৮.০০**	**২৩৭৮.০০**	**২২৩১.৩৯**	**২২৩১.৩৯**

তথ্যসূত্র পিসিআর

নোট: বরাদ্দকৃত অবশিষ্ট অর্থ পত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

৮.০ প্রকল্প পরিদর্শন:

গত ২৬/১১/২০১৯ এবং ১২/১২/২০১৯ তারিখে প্রকল্পের আওতায় ঢাকার সেগুনবাগিচায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্পাদিত ৯ তলা ভবন সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপবিভাগীয় প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ভবনের কাজ জুন ২০১৮ তে সমাপ্ত হয়েছে। ২৫ অক্টোবর,২০১৮ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ভবনটি ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২টি বেসমেন্টসহ ৯ তলা বিশিষ্ট ১টি ভবন ,অভ্যন্তরীণ স্যানিটেশন, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ,ভূমি উন্নয়ন কাজ এবং আসবাবপত্র, সোলার প্যানেল, লিফট, এসি, ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি ও সিসি ক্যামেরা ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে।

৯.০ আইএমইডি এর পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৩.৮৬%। ডিপিপিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে।

৯.১ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের প্রতিটি তলা পরিদর্শন করা হয়। কয়েকটি ফ্লোরে টাইলস যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়নি। টাইলসের সংযোগস্থলে উচু হয়ে আছে। বিভিন্ন ফ্লোরে টাইলসে দাগ এবং ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে। ৫ম তলার টয়লেট পরিদর্শনে দেখা যায় যে, টয়লেটের প্যান ভেঙে গেছে, আরেকটি টয়লেটে পানির লাইন সংলগ্ন স্থানে টাইলস ভেঙ্গে গেছে। ৫ম তলা, ২য় তলা এবং ৮ম তলার দেয়ালে ড্যাম পরিলক্ষিত হয়। চিলেকোঠার ছাদ ও দেয়ালের সংযোগস্থলে এবং বেসমেন্টের টালিতে ফাটল দেখা যায় । মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরে কর্মরত ব্যক্তি জানান যে, বৃষ্টির সময় ছাদের ফাটল দিয়ে পানি ভবনে প্রবেশ করে।

৯.২ বিভিন্নদেয়ালেড্যাম্পপরিলক্ষিতহয়েছে।

৯.৩ প্রকল্পের ফিনিসিং কাজ অর্থাৎ টাইলস লাগানোর সময় যথাযথ মনিটরিং করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৯.৪ ৮ম তলায় কনফারেন্স রুম রয়েছে। এই ফ্লোরটিতে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা ওয়াশ রুম রয়েছে। ওয়াশরুমের কমোডটি খুবই সংকীর্ণভাবে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ব্যবহারের সময় অসুবিধায় পড়তে হয়।

৯.৫ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত তিনটি লিফট, এসি, আসবাবপ্রত্র ইত্যাদি ব্যবহার হতে দেখা গেছে। প্রতিটি ফ্লোরের দেয়ালে ফয়ার এ্যালার্ম ও ফয়ার এক্সটিংগুইসার দেখা গেছে।

৯.৬ ভবনের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

৯.৭ প্রকল্পের কোন ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট (মহাহিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন করা হয়নি।

৯.৮ আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শনকালে পর কতিপয় অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। যার আলোকে সূত্র: আইএমই বিভাগের স্মারক নং (১) ২১.০০.০০০০.৪৬৬.১৪.০৮৭.১৭-০৪ তারিখ: ১২ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিঃ ; (২)২১.০০.০০০০.৪৬৬.১৪.০৮৭.১৭-৭৩ তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ ; (৩) ২১.০০.০০০০.৪৬৬.১৪.০৮৭.১৭-৭৯ তারিখ: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ ; (৪) ২১.০০.০০০০.৪৬৬.১৪.০৮৭.১৭-৯৬ তারিখ: ২৮ অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ ; (৫) ২১.০০.০০০০.৪৬৬.১৪.০৮৭.১৭-১৯৮ তারিখঃ ২৯ মার্চ ২০২১ এর মাধ্যমে উল্লিখিত ত্রুটি বিচ্যুতি অপসারণপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অনুরোধ জানানো হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

১০.০ পরিদর্শনকালে গৃহীত কিছু স্থির চিত্র:



ছবি: মেঝের টাইলসে ফাটল



ছবি: দেয়ালের ড্যাম



ছবি: দেয়ালের ড্যাম



ছবি: দেয়ালের ড্যাম



ছবি: ভাঙ্গা কমোড



ছবি: বাথরুমের পানির লাইন সংলগ্ন স্থানে টাইলসে ভাঙ্গাণ



ছবি: চিলেকোঠার ছাদে ফাটল



ছবি: বেসমেন্টের টালিতে ফাটল



ছবি: সিঁড়িতে ফাটল



ছবি: অমসৃণ টাইলস

১১.০ <u>আইএমইডি'রমতামতঃ</u>

১১.১ চিলেকোঠার ছাদ ও দেয়ালের সংযোগস্থলে এবং বেসমেন্টে টালিতে ফাটল, ৫ম তলা, ২য় তলা এবং ৮ম তলার দেয়ালে ড্যাম, টাইলসে দাগ এবং ফাটল এবং ৫ম তলার টয়লেটের লোকমোড ভাঙা, দেয়ালের ড্যাম্প ইত্যাদি বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে Corrective Measure গ্রহণ করতে হবে এবং আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১১.২ ভবনে স্থাপিত টাইলসসমূহ যেসব স্থানে যথাযথভাবে সমান হয়নি সেগুলো সমান করার বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবংপ্রকল্প পরিচালক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১১.৩ প্রকল্পের সকল অর্থবছরের ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট(মহাহিসাবনিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে। অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর স্থানে ৭৮টি (সংশোধিত-৮২টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন(২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৮)

১.	প্রকল্পের নাম	:	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর / স্থানে ৭৮টি (সংশোধিত-৮২টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন ২য় সংশোধিত)
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৪.	প্রকল্পের ধরন	:	বিনিয়োগ
৫.	প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি
৬.	প্রকল্প এলাকা	:	৮টি বিভাগের ৭২টি উপজেলা

৭। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ, প্রাক্কলিত ব্যয় এবং প্রকৃত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:**

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১৫২৯৯.৩৮	২৫৭২১.৫৭	২৫৪৬২.৮১	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১২ (৭২ মাস)	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৮ (১৪৪ মাস)	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৮ (১৪৪ মাস)	১০৪২২.১৯ (৬৮.১২%)	১০০%

প্রকল্পটির ব্যয় ৬৮.১২% এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ১০০% অতিক্রান্ত হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের অংগসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরুপ (পিসিআর অনুসারে):**

ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(ক) রাজস্ব খাত				
১. বেতন ভাতাদি	১০০.২৬	২ জন	৮২.৪৯৮	১০০%
২. (ফুয়েল ও লুব্রিক্যান্ট, পাওয়ার ফুয়েল, গাড়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, গাড়ী রেজিস্ট্রেশন, সম্মানী, খেলাধুলার সরঞ্জাম, টেলিফোন/ফ্যাক্স টিএডিএ, ইন্সুরেন্স, সিএন্ডএফ এবং স্থানীয় এজেন্ট চার্জ/কমিশন, বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য	৯৯.৩৩	-	১১৮.০৩২	১০০%
(৩) ক. স্থাপত্য অধিদপ্তরের জন্য স্থাপত্য নকশা ছাপা ও বাধাই করা	২.০০			
খ. কাঠামো নকশা, ডিপিপি, দরপত্র ইত্যাদি ছাপা ও বাধাই করা	৫.০০			
গ. স্টেশনারীজ	৮.৯১	-	৮.১১	১০০%
৪. মাটি পরীক্ষা	১.৫০	-	১.৫০	১০০%
উপমোট রাজস্ব	২১৭.০০		২১০.১৪	
(খ) মূলধন খাত:				
৫.দপ্তর ভবন				
ক) স্টেশন অফিসারের বাসভবন, ব্যারাকসহ মূল ভবন খ) খাবার ঘরসহ রান্নাঘর গ) আভ্যন্তরীণ পয়ঃনিস্কাশন ও পানি সরবরাহ ঘ) বহিস্থ পয়ঃনিস্কাশন ও পানি সরবরাহ ঙ) আভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ চ) বহিঃবিদ্যুৎ ছ) গ্যাস সংযোগ জ) রাস্তা ঝ) ড্রেন	১১৫০৩.৬৬	-	১১৮৪৩.৬২	৯৮.৬২%

ডিপিপি অনুযায়ী অংগের নাম	ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
ঞ) সীমানা প্রাচীর ট) ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড ঠ) জ্বালানী শেড				
৬. জমির মূল	৪২৯.৮৬		১৩৫৯.২৬	
৭. ভূমি উন্নয়ন	৪২৯.৮৬	-		১০০%
ট্রান্সপোর্ট ও ভেহিকেল:				
৮.মোটর সাইকেল	১.২৬	১	১.২৬	১০০%
৯. গাড়ী ভাড়া	৫.৯৯	১	৫.৯৯	১০০%
১০. আরবরিকালচার	১২.৮৪	৭২		
১১. বিবিধ	১২১.২১	৭২		
১২. ফার্ণিচার ও তৈজসপত্র	৩৯৮.২৩	-	৩৭০.৪০	১০০%
১৩. ওয়ারলেস টাওয়ার এন্ড ইক্যুইপমেন্ট	১২০.৬২	-	১২০.৫১	১০০%
১৪. অগ্নি নিরোধক যন্ত্রপাতি	১১০৫০.৭০	-	১০০৫৯.৭৯	১০০%
১৫. এফএসসিডি এন্ড পিডব্লিউডি এর জন্য কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, ফাক্স ইত্যাদি	০.৯৩	-	০.৯৩	১০০%
১৬. সিডি ভ্যাট ও অন্যান্য	৫০০.০০	-	৫০০.০০	১০০%
উপমোট মূলধন	২৫৫০৪.৫৭		২৫২৫২.৬৬	
সর্বমোট (ক+খ)	২৫৭২১.৫৭		২৫৪৬২.৮১	

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৬২%। মামলার কারণে শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার কাজ ৬০% হওয়ার পর সেখানে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মোট ৭১টি স্থানে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে।

৯। **পটভূমি:** দেশের উপজেলা সদরগুলোতে হালকা ও মাঝারি ধরনের শিল্প কারাখানা, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিস ভবন, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি নানা ধরনের অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। ফলে এখানে জনবসতিও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এ সকল অবকাঠামো এবং জনগণের জানমাল বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা করার জন্য ফায়ার সার্ভিসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিবেচনায় দেশের সদর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফায়ার স্টেশন স্থাপন করার নিমিত্ত এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য**: দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় অগ্নিকান্ড ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে জান-মাল রক্ষার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

১১। **প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রম:** জমি অধিগ্রহণ, ভবন নির্মাণ, ফায়ার ফাইটিং যান ও যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র সংগ্রহ ইত্যাদি।

১২। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা:** আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ১৫২৯৯.৩৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২/০২/২০০৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২৭৭১১.৫৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়। অতঃপর প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে তিনবার বৃদ্ধি করে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ৮২টি সাইটের মধ্যে ১০টি প্রকল্প এলাকা বাদ দিয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধন ০৪/০৬/২০১৮ তারিখে অনুমোদন করা হয়।

১৩। **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য</u>** :

নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন:

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কার্যকাল		মন্তব্য
	শুরু	পর্যন্ত	
জনাব আবুল বাসার, প্রকল্প পরিচালক	০১/০৭/২০০৬	২৩/০৪/২০০৭	পূর্নকালীন
জনাব এ.টি.এম ফয়জুল করিম, প্রকল্প পরিচালক	২৪/০৪/২০০৭	০১/০৮/২০০৯	পূর্নকালীন
জনাব মোঃ হেদায়েত উল্লাহ চৌধুরী, যুগ্মসচিব	০২/০৮/২০০৯	০৭/০২/২০১২	পূর্নকালীন

জনাব মোঃ হেদায়েত উল্লাহ চৌধুরী, যুগ্মসচিব	০৮/০২/২০১২	১৪/০৭/২০১৫	পূর্নকালীন
জনাব মোঃ আতিউল হক, প্রকল্প পরিচালক	১৫/০৭/২০১৫	২৬/১০/২০১৫	পূর্নকালীন
জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, যুগ্মসচিব	২৭/১০/২০১৫	৩০/০৬/২০১৮	পূর্নকালীন

১৪। **<u>প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি</u>** :

জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি মোট ২৫৪৬২.৮১ লক্ষ টাকা (৯৮.৯৯%)। প্রকল্পটির অনুকুলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল:

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক	অর্থবছর	মূল ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অর্থ ব্যয়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	২০০৬-২০০৭	৯৮৬.২৬	১০৪৯.৯৮	১০৫০.০০	১০৫০.০০	১০৪৯.৯৮
২.	২০০৭-২০০৮	২৩৯৭.৬৯	৮৫৬.১৪	৮৬০.০০	৮৬০.০০	৮৫৬.১৪
৩.	২০০৮-২০০৯	৩৫৩৬.৩০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০
৪.	২০০৯-২০১০	৩১৯৮.৯৫	২৮৪৯.০৪	২৯০০.০০	২৯০০.০০	২৮৪৯.০৪
৫.	২০১০-২০১১	২৮৪৭.৭৯	৪৬০.০০	৪৬০.০০	৪৬০.০০	৪৬০.০০
৬.	২০১১-২০১২	২৩৩২.৩৯	১১৯৮.৪৪	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৯৮.৪৪
৭.	২০১২-২০১৩	০	১৯৯৯.৯৫	২০০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৯.৯৫
৮.	২০১৩-২০১৪	০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০
৯.	২০১৪-২০১৫	০	২৪৫৩.০০	২৪৫৩.০০	২৪৫৩.০০	২৪৫২.৯৯
১০.	২০১৫-২০১৬	০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৭২.৮৯
১১.	২০১৬-২০১৭	০	৪৪৯৮.২৩	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৪৯৮.২৩
১২.	২০১৭-২০১৮	০	৩৯৫৬.৭৯	৪০২৭.০০	৩৯৫৬.৭৯	৩৭২৫.১৫
মোট		১৫২৯৯.৩৮	২৫৭২১.৫৭	২৫৮৫০.০০	২৫৭৭৯.৭৯	২৫৪৬২.৮১

১৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনও পর্যবেক্ষণঃ**

প্রকল্পের আওতায় প্রটোটাইপ ১টি ৩ তলা ভবন ও ১ তলা বিশিষ্ট ৩টি আলাদা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তিন তলা বিশিষ্ট ভবনের নীচতলায় গ্যারেজ, অফিস কক্ষ, পরিদর্শন কক্ষ, ২য় তলায় ব্যারাক এবং ৩য় তলায় কোয়ার্টার। এছাড়া কিচেন রুম, ফুয়েল শেড, পাম্প হাউজ, বাউন্ডারী ওয়াল, কম্পাউন্ড ড্রেইন, ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড, গেইট ও ইন্টানাল রোড নির্মাণ করা হয়। দৈবচয়নের ভিত্তিতে ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের হাজারীবাগ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, রূপসা ও কুমিল্লা এই ০৫টি প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।

১৫.১ হাজারীবাগ ফায়ার স্টেশন, ঢাকাঃ

২৮/০৯/২০২১ তারিখে হাজারীবাগ ফায়ার স্টেশনের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। ভবনটি ২৩ মে ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। ভবনের সামনের অংশে রং উঠে গিয়েছে ও হেয়ার ক্র্যাক দেখা গেছে। সিনিয়র স্টেশন অফিসারের কোয়ার্টারে উঠার সিঁড়িতে ফাটল, নীচ থেকে মাটি সরে গেছে, রান্নাঘরের আশে পাশে বিভিন্ন স্থানের মাটি সরে গিয়ে ফাটল দেখা গিয়েছে। এছাড়াও সীমানা প্রাচীরে ফাটল দেখা গেছে। ফায়ার স্টেশনটিতে টোয়িং ভেহিক্যাল (পিক আপ টাইপ) টোয়িং ভেহিক্যাল (ক্যাব টাইপ) এবং বিভিন্ন ধরণের ফায়ার ফাইটিং ইক্যুইপমেন্ট দেখা হয়। উল্লিখিত গাড়ী ও ইক্যুইপমেন্টস আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ করা হয়েছে কী না সে সম্পর্কে কোন তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। গাড়ী ও ইক্যুইপমেন্টসমূহের গায়ে প্রকল্পের কোন সূত্র উল্লেখ করা নেই।

১৫.২ সোনারগাঁও ফায়ার স্টেশন, নারায়ণগঞ্জঃ

১৯/১০/২০২১ তারিখে সোনারগাঁও ফায়ার স্টেশনের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর ১৫/০৪/২০১৯ তারিখে ভবনটি হস্তান্তর করা হয়। তিন তলা ভবনের কোয়ার্টার, ছাদ, ব্যারাক, অফিস কক্ষ, রান্নাঘর, বাউন্ডারী ওয়াল, পরিদর্শন কক্ষ পরিদর্শন করা হয়। বাউন্ডারী ওয়ালে সামান্য ফাটল দেখা গেছে। এছাড়া ভবনে তেমন কোন

নির্মাণ ত্রুটি দেখা যায়নি। নির্মাণের গুণগতমান আপাতদৃষ্টিতে সন্তোষজনক মনে হয়েছে। ইক্যুইপমেন্ট ও গাড়িগুলো স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে। গাড়ী ও ইক্যুইপমেন্টের গায়ে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত নাম লেখা রয়েছে। ০১টি টোয়িং ভেহিক্যাল (পিকআপ টাইপ) ও টোয়িং ভেহিক্যাল (ক্যাব টাইপ) গাড়ী পরিদর্শন করা হয়। গাড়ী দু'টির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

১৫.৩ চৌয়ারা বাজার ফায়ার স্টেশন, কুমিল্লাঃ

২৯/১১/২০২১ তারিখে ফায়ার কুমিল্লার চৌয়ারা বাজার স্টেশনের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর ২৪/০৪/২০১১ তারিখে গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা স্টেশনটি হস্তান্তর করে। ০১/০৫/২০১১ তারিখ হতে ফায়ার স্টেশনটি ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিদর্শনকালে পরিদর্শন কক্ষে, ব্যারাকে, তিন তলায় ওঠার সিঁড়ির দেয়ালে, অফিস কক্ষে, নামাজের ঘরে ড্যাম্প পরিলক্ষিত হয়েছে। ভবনের সম্মুখ দেয়ালের কয়েকটি স্থানে গর্ত হয়ে গেছে। ছাদের দরজা ভেঙ্গে গেছে। কোয়ার্টারের একটি কক্ষের দেয়াল খুবই খারাপভাবে ড্যাম্প হয়ে গেছে। দরজায় ঘুন ধরেছে। কর্তব্যরত স্টেশন অফিসার জানান যে, ছাদের পানি উক্ত দেয়াল সংলগ্ন পাইপ দিয়ে এবং দেয়াল চুইয়ে ঘরের মেঝে দিয়ে সিঁড়ি বরাবর নেমে যায়। ছাদে পানির ট্যাংকের উপরের অংশ ভেঙ্গে গেছে। ইন্টারনাল রোডের পিচ উঠে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে গাড়ী রাখা সমস্যা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ১৮০০ লিটার পানিবাহী গাড়ী ও টোয়িং ভেহিক্যাল, ফায়ার এক্যুইস্টিং গুইসার ডিসিপি টাইপ, টারেক্স ব্রাঞ্চ পাইপ, পাম্প পরিদর্শন করা হয়। গাড়ী দুটির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। ইক্যুইপমেন্ট গুলোতে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত নাম লেখা রয়েছে।

১৫.৪ গজারিয়া ফায়ার স্টেশন, মুন্সিগঞ্জঃ

২৯/১১/২০২১ তারিখে গজারিয়া ফায়ার স্টেশনের বাস্তবায়িত কাজ আকস্মিকভাবে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। ১৮ মে ২০১৯ তারিখে ফায়ার স্টেশনটি উদ্বোধন করা হয়। তিনতলায় উঠার সিঁড়ি ও ভবনের বাইরের দেয়ালের অংশে ড্যাম্প দেখা গেছে। কোয়ার্টারের দেয়ালগুলোতে ড্যাম্প দেখা গেছে এবং অনেক জায়গায় খুব খারাপভাবে প্লাস্টার খসে পড়েছে। ছাদের রেলিং এর প্লাস্টার খসে পড়েছে। স্টেশন অফিসারের কোয়ার্টারের ছাদের পানি নিষ্কাশনের পাইপ লিক হয়ে কোয়ার্টারের সংশ্লিষ্ট দেয়াল মারাত্মকভাবে ড্যাম্প হয়ে গেছে। একটি ২য় কল গাড়ী দেখা গেল। গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

১৫.৫ রূপসা ফায়ার স্টেশন, খুলনাঃ

১৩/১২/২০২১ তারিখে রূপসা ফায়ার স্টেশনের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। ভবনের বাইরের দেয়ালে বেশ কয়েকটি জায়গায় ড্যাম্প দেখা গেছে ও রং উঠে গিয়েছে। তিন তলায় ওঠার সময় সিঁড়িতে ড্যাম্প এবং প্লাস্টার খসে পড়েছে। কোয়ার্টারের বেশ কয়েকটি কক্ষে ড্যাম্প দেখা গেছে। ব্যারাকের ভিতরে এবং বাইরের বারান্দার উপরের অংশে ড্যাম্প পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া ব্যবহারজনিত ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ০১টি টোয়িং ভেহিক্যাল (পিকআপ টাইপ) ও ০১টি পানিবাহী গাড়ি সরবরাহ করা হয়েছে। অদ্যাবধি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়নি। ব্যারাকের আওতায় সংগৃহীত ৩টি পাম্প পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর স্যানিটারী ও ইলেকট্রিক্যাল কাজ ১৮/০৯/২০১৮ তারিখ হস্তান্তরের জন্য খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১ কর্তৃক উপপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, খুলনা বরাবর অনুরোধ জানানো হলেও সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জানান যে, অদ্যাবধি প্রকল্পের কাজ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক হস্তান্তর বুঝে নেওয়া হয়নি। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ফায়ার ফাইটিং ইক্যুইপমেন্টগুলো স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা আছে। ফায়ার ফাইটিং ইক্যুইপমেন্টগুলোতে প্রকল্পের নাম সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা আছে।

১৬। পরিদর্শনকালে গৃহীত কিছু স্থির চিত্র:



গজারিয়া মুন্সিগঞ্জ স্টেশন অফিসারের কোয়ার্টারের দেয়ালে প্লাস্টার উঠে গিয়েছে।



কুমিল্লা, চৌয়ারা বাজার স্টেশন অফিসারের কোয়ার্টারের দেয়ালে স্যাঁতস্যাতে শৈবাল।



কুমিল্লার চৌয়ারা বাজার ফায়ার স্টেশনের বাইরের দেয়ালের প্লাস্টার উঠে গিয়েছে।



কুমিল্লার চৌয়ারা বাজার ফায়ার স্টেশনের দরজায় ঘুন ধরেছে

১৭.০ **সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ**

১৭.১ প্রকল্পের আওতায় ৮২টি স্থানে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের সংস্থান ছিল। তবে জমি না পাওয়ায় ১০টি এবং মামলার কারণে ১টি সাইটসহ মোট ১১টি সাইটে নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হয়নি। ফলে ৭১টি সাইটে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হয়।

১৭.২ শেরপুরের নকলা উপজেলার কাজ ৬০% হওয়ার পর জমির মালিক ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করেন। ১৩/০২/২০১৭ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট ইনজাংশন অর্ডার জারি করেন। শেরপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী হতে জানা যায় যে, অদ্যাবধি মামলাটি নিষ্পন্ন হয়নি। এ কারণে উক্ত সাইটির কাজ সমাপ্ত হয়নি মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭.৩ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি'র ১৬.১৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত ঘোষনার ক্ষেত্রে আইএমইডি'র সুনির্দিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে পিইসি এর সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী অনুমোদন করবেন এবং বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদনের ০১ মাসের মধ্যে একনেক সভাকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে। আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে নকলা সাইটের বিষয়ে এ ধরণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। যা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার ব্যত্যয়।

১৭.৪ পিসিআরের ৫নং অনুচ্ছেদে Component Wise Progerss এ বিভিন্ন অঙ্গের ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের গরমিল পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া আরডিপিপি মোতাবেক সবগুলো অঙ্গের ব্যয় দেখানো হয়নি। ফুয়েল লুব্রিকেন্ট, গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, গাড়ি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত খাতের প্রকৃত ব্যয় বেশি দেখানো হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি স্পষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

১৮। **প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ** ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অডিট অডিট সম্পন্ন হয়েছে। কোন অডিট আপত্তি নেই।

১৯.০ <u>আইএমইডি'র মতামত/সুপারিশঃ</u>

১৯.১ খুলনা বিভাগের রূপসা ফায়ার স্টেশনটি ২০১৮ সালের অক্টোবর মাস হতে ব্যবহৃত হলেও প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত পানিবাহী গাড়িটির অদ্যাবধি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়নি। এ বিষয়টি খতিয়ে দেখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আইএমএমইডিকে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৫);

১৯.২ প্রকল্প পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত ভবনের নির্মাণ সংক্রান্ত ত্রুটি বিচ্যুতি মেরামতের বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৯.৩ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ফায়ার স্টেশনে সরবরাহকৃত যানবাহন ও ইক্যুইপমেন্ট কোন প্রকল্পের আওতায় ক্রয় করা হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক যথাযথভাবে স্টক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১৯.৪ রূপসা ফায়ার স্টেশনটি গণপূর্ত বিভাগ হতে হস্তান্তর বুঝে নেওয়ার বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৫);

১৯.৫ হাজারীবাগ ফায়ার স্টেশনের যানবাহন ও ইক্যুইপমেন্ট ইত্যাদির গায়ে প্রকল্পের নাম লিখে রাখতে হবে এবং ফায়ার ফাইটিং যান ও ইক্যুইপমেন্টসমূহ প্রাপ্তির উৎস, তারিখ ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক যথাযথভাবে রেজিস্টারে নথিভুক্ত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.১);

১৯.৬ ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পের কোন অঙ্গ অসম্পূর্ণ রেখে সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে পরিপত্রের ১৬.১৮ অনুচ্ছেদ নির্দেশনা প্রতিপালন করা সমীচীন হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.৩);

১৯.৭ পিসিআরের ৫নং অনুচ্ছেদে Component Wise Progerss এ বিভিন্ন অঙ্গের ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়ের গরমিল পরিহারপূর্বক আরডিপিপি মোতাবেক সকল অঙ্গের ব্যয় সঠিকভাবে উল্লেখ করে সংশোধিত পিসিআরটি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৭.২); এবং

১৯.৮ প্রকল্পের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত অডিট নিষ্পন্নের দালিলিক প্রমাণ আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৮)।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরএর এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর ২০১৭)

০১. প্রকল্পের নাম : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)

০২. উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয়

০৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

০৪. প্রকল্পের ধরণ : বিনিয়োগ প্রকল্প

০৫. প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার

০৬. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	*অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৩৪৮২.০০	৩৪৮১.০০	৩৪৫৯.৬১	জানুয়ারি ২০১৪- জুন ২০১৫	জানুয়ারি ২০১৪- ডিসেম্বর ২০১৭	জানুয়ারি ২০১৪- ডিসেম্বর ২০১৭	-(২২.৩৯) -(০.৬৪%)	০২ বছর ০৬ মাস (১৬৬.৬৭%)

*মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা কম অর্থ ব্যয় হয়েছে।

তথ্যসূত্র: সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)

০৭. প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা
ঢাকা	ঢাকা	সিদ্দিকবাজার, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর
ঢাকা	ঢাকা	ডেমরা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	রামগড়
ঢাকা	ঢাকা	খিলগাঁও, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	দিঘিনালা
ঢাকা	ঢাকা	কুর্মিটোলা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	লক্ষীছড়ি
ঢাকা	ঢাকা	বারিধারা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	মহালছড়ি
ঢাকা	ঢাকা	সাভার	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	মানিকছড়ি
ঢাকা	ঢাকা	ইপিজেড, সাভার	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	মাটিরাঙ্গা
ঢাকা	ঢাকা	কেরানীগঞ্জ	চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি
ঢাকা	গাজীপুর	কালিয়াকৈর	চট্টগ্রাম	বি-বাড়িয়া	বি-বাড়িয়া সদর
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
ঢাকা	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	রাজশাহী	নাটোর	নটোর সদর
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	টুংগীপাড়া	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর
ঢাকা	টাংগাইল	মির্জাপুর	রাজশাহী	পাবনা	বেড়া
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ভালুকা	খুলনা	খুলনা	খুলনা সদর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	খুলনা	খুলনা	দৌলতপুর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	খুলনা	যশোর	নওয়াপাড়া, অভয়নগর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম ইপিজেড, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	খুলনা	যশোর	বেনাপোল, শর্শা

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	খুলনা	বাগেরহাট	মংলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	পটিয়া	খুলনা	কুষ্টিয়া	কুমারখালী
চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	টেকনাফ	খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর
চট্টগ্রাম	নোয়াখালী	মাইজদী, নোয়াখালী সদর	সিলেট	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর
চট্টগ্রাম	ফেনী	ফেনী সদর	সিলেট	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর	সিলেট	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	আলীকদম	সিলেট	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	লামা	বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	নাইক্ষংছড়ি	বরিশাল	বরিশাল	উজিরপুর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	রোয়াংছড়ি	বরিশাল	বরিশাল	মঠবাড়িয়া
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	রুমা	বরিশাল	বরিশাল	নাজিরপুর
চট্টগ্রাম	বান্দরবান	থানচি	বরিশাল	ভোলা	চরফ্যাশন
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	রংপুর	রংপুর	তারাগঞ্জ
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	কাউখালী	রংপুর	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি	রংপুর	নীলফামারী	নীলফামারী সদর
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	লংগদু	রংপুর	নীলফামারী	সৈয়দপুর
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	নানিয়ারচর	রংপুর	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	রাজস্থলি	রংপুর	লালমনিরহাট	হাতিবান্ধা

০৮। প্রকল্পের পটভূমি ও মূল কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ ফায়ার সর্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান অগ্নি নির্বাপন, বিভিন্ন দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার অভিযান পরিচালনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করার পাশাপাশি সংকটাপন্ন রোগী ও দূর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে আন/নেওয়ার জন্য পরিবহণ সেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করে থাকে। অধিকন্তু, বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহবে ভিভিআইপি/ভিআইপি ব্যক্তিবর্গের গমনাগমনে এ্যাম্বুলেন্স সেবা দিয়ে থাকে। ২০১৪ সালে যখন আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তখন সারা বাংলাদেশে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর ২৬৫টি ফায়ার স্টেশনের বিপরীতে ৭৫টি এ্যাম্বুলেন্স ছিল যা চাহিদার তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। এমনকি অনেক জেলা এবং উপজেলাতে ফায়ার সার্ভিসের কোন এ্যাম্বুলেন্স ছিল না। সরকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর পরিধি ও সেবার মান বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সচেষ্ট রয়েছে। এ লক্ষ্যে সারা দেশে পর্যায়ক্রমে মোট ৫৪৯টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করা হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ্যাম্বুলেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় হয় এবং "ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ" প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। সংশোধিত প্রকল্প মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় দেশের ০৮ টি বিভাগের ৩৪ টি উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে মোট ৭৫ টি এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হবে।

০৯. <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:</u>

- মূল প্রকল্প একনেক কর্তৃক ১১ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারি হয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে।
- প্রশাসনিক আদেশ জারিতে ০ ৬ (ছয়) মাস সময় ব্যয় হওয়ায় প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পিছিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ০১ (এক) বছর অর্থা ৎ জুন ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।
- মূল প্রকল্পে ১০টি ভিআইপি এ্যাম্বুলেন্সসহ মোট ৫০ টি এ্যাম্বুলেন্সের সংস্থান ছিল। দেশের পার্বত্য জেলাসমূহ ও গ্রাম অঞ্চলে এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মূল প্রকল্প দলিলে 4WD পিকআপ টাইপ এ্যাম্বুলেন্স

সংযোজন করার জন্য ১৩/১২/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় এবং জুন ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

- সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্পে ১০টি ভিআইপি এ্যাম্বুলেন্স, ৪০ টি 2WD এ্যাম্বুলেন্স এবং ২৫টি 4WD পিকআপ টাইপ এ্যাম্বুলেন্সের সংস্থান রেখে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। সংশোধিত ডিপিপি ৩৪৮১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং জানুয়ারি ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্র এপ্রিল ২০১৭ মাসে অনুমোদিত হয়।

১০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করার মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংকটাপন্ন রোগী ও দুর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের হাসপাতালের আনা-নেয়া করা এবং বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে ভিআইপি/ভিভিআইপি/ প্রটোকল/ডিউটিতে এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা।

১১. প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি: (পিসিআর মোতাবেক)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	কাজের নাম	ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০১.	স্টেশনারী	থোক	৪.০০		১.৭৩
০২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৪.০০		২.৬৯৩
০৩.	সম্মানী (টিইসি, পিএসসি এবং পিআইসি কমিটি)	থোক	২.৫০		০.৯৫৫
০৪.	অন্যান্য ব্যয়	থোক	৪.৩৯		১.২২
০৫.	এ্যাম্বুলেন্স (ভিভিআইপি/ভিআইপি)	১০টি	৪৬১.৮৬	১০০%	৪৬১.৮৬
০৬.	২WD এ্যাম্বুলেন্স	৪০টি	১৫৪৪.২৫	১০০%	১৫৪৪.১৯
০৭.	৪ WD এ্যাম্বুলেন্স	২৫টি	১৪৬০.০০	১০০%	১৪৪৬.৯৬২
	সর্বমোট		৩৪৮১.০০		৩৪৫৯.৬১

১২. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

নাম ও পদবী	দায়িত্বের ধরণ	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
জনাব মোহাম্মদ জিহাদুল ইসলাম, মেজর	খন্ডকালীন	-	০৮-১২-২০১৪	১৮-০১-২০১৫
জনাব মো: আতাউল হক, যুগ্ম সচিব	খন্ডকালীন	-	১৮-০১-২০১৫	১৬-৮-২০১৭
জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, লে:কর্নেল, পিএসসি	খন্ডকালীন	-	১৬-৮-২০১৭	০২-১১-২০১৭
জনাব এ কে এম শাকিল নেওয়াজ	খন্ডকালীন	-	২-১১-২০১৭	২৬-১২-২০১৭
জনাবমোহাম্মদ জুলফিকার রহমাস, লে.কর্নেল, পিএসসি, Engrs.	খন্ডকালীন	-	২৬-১২-২০১৭	৩১-১২-২০১৭

১৩. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সরেজমিনে পরিদর্শন:

আইএমইডি কর্তৃক জুন-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১০টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স সেবা পরিদর্শন করা হয়। ঢাকার ছিদ্দিকবাজার, লালবাগ, পলাশী, তেজগাঁও, মোহাম্মদপুর, সৈয়দপুর, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, খাগড়াছড়ি সদর,

খুলনা সিটি ক র্পোরেশন ও নাজিরপুর (পিরোজপুর)ফায়ার সার্ভিস স্টেশন সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

- সৈয়দপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন: ০১ জুন ২০১৯ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। স্টেশনটি এ টাইপের । বর্তমানে ৩৫ জন জনবলের মধ্যে মধ্যে ৩১ জন রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১২ জুন ২০১৮ তারিখে ০১টি 4WD এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে। পূর্বে যে এ্যাম্বুলেন্স ছিল সেটির পার্টস স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য ছিল না। আমদানীর জন্য অপেক্ষায় থাকতে হতো। সরবরাহকৃত নতুন এ্যাম্বুলেন্সে কোন সমস্যা দেখা যায়নি। ড্রাইভারকে এ্যাম্বুলেন্স চালনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মার্চ -মে ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৯১টি কল এটেন্ড করা হয়েছে এবং এ এ্যাম্বুলেন্সে ৯১ জন রোগী আনা-নেয়া করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা অবহিত করেন যে, এ্যম্বুলেন্স সেবার জন্য ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ্যাম্বুলেন্সের জন্য আলাদা কোন ড্রাইভার এবং নার্সিং এটেনডেন্ট নেই।

- নাজিরপুর (পিরোজপুর) ফায়ার সার্ভিস স্টেশন: প্রকল্পের আওতায় পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলাতে ০১টি 2WD এ্যাম্বুলেন্স সরবরা হের সংস্থান ছিল । ১৫ জুন ২০১৯ তারিখে উক্ত স্টেশন পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এ্যাম্বুলেন্সটি সরবরাহ করা হয়নি। ২০১৪ সালে প্রাপ্ত একটি এ্যম্বুলেন্স রয়েছে। এসি কাজ করে না। এ্যাম্বুলেন্সের জন্য আলাদা কোন ড্রাইভার এবং না র্সিং এ টেনডেন্ট নেই। এটি বি টাইপের স্টেশন। মোট ২৭ জনের বিপরীতে ১৬ জন রয়েছে।

- খাগড়াছড়ি সদর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন : ২০ জুন ২০১৯ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় এ স্টেশনের জন্য একটি ০৪ 4WD এ্যাম্বুলেন্সের সংস্থান থাকলেও 2WD এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে। এ্যাম্বুলেন্সের জন্য আলাদা কোন জনবল নেই। পূর্ণ সেটআপ দরকার। এ স্টেশনের পূর্বের এ্যাম্বুলেন্সটি পাহাড়ী এলাকায় চলাচলের উপযোগী ছিল না। এ্যাম্বুলেন্সের জন্য আলাদা কোন ড্রাইভার এবং না র্সিং এটেনডেন্ট নেই। মার্চ-মে ২০১৯ সময়ে ১৩ টি প্রাইভেট কল/দূর্ঘটনার কলে মোট ১৩ জন রোগীকে এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

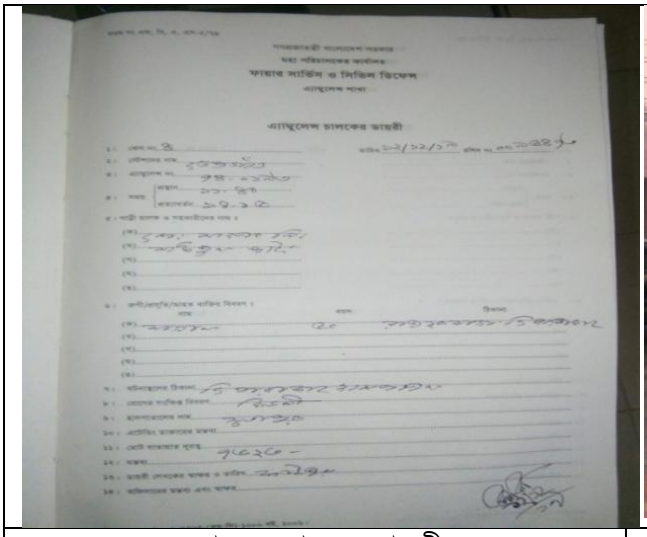
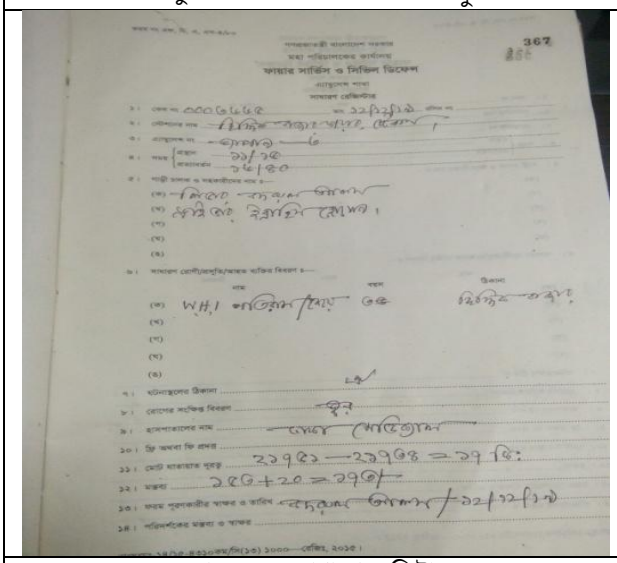
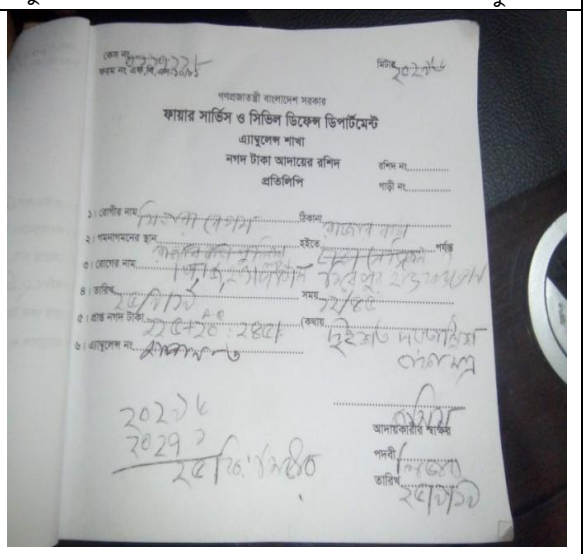
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ফায়ার সার্ভিস স্টেশন: ১২ জুলাই ২০১৯ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। ১৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ডিপিপিতে সংস্থানকৃত 2WD এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে। এটি কার্যরত রয়েছে। এ্যাম্বুলেন্সের জন্য আলাদা কোন ড্রাইভার এবং নার্সিং এটেনডেন্ট নেই।

- খুলনা সিটি কর্পোরেশ ফায়ার সার্ভিন স্টেশন: (খুলনা সদর): ০২ আগষ্ট ২০১৯ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে 2WD সরবরাহ করা হয়েছে। চালু রয়েছে। এ যাবত কোন সমস্যা দেখা যায়নি। এ্যাম্বুলেন্সের জন্য আলাদা কোন ড্রাইভার এবং নার্সিং এটেনডেন্ট নেই।

- ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ঢাকায় ছিদ্দিকবাজার, লালবাগ, পলাশী, তেজগাঁও ও মোহাম্মদপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ছিদ্দিকবাজারের মোট ০৪টি এ্যাম্বুলেন্স দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ০৩টি সচল রয়েছে এবং ০১ টি প্রয়োজনীয় মেরামতের জন্য ওয়ার্কশপে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে এ্যাম্বুলেন্সগুলো এসেছে। এ্যাম্বুলেন্সগুলোর ইসিজি মেশিন চালু নেই। লালবাগ ফায়ার সার্ভিস স্টেশ নের এ্যাম্বুলেন্সটি চালু রয়েছে। শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভালো রয়েছে। পলাশী ফায়ার সার্ভিস স্টেশ নের এ্যাম্বুলেন্সটি কার্যকর রয়েছে। পরিদর্শনের আগে সর্বশেষ ০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে একজন রোগীকে এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান করা হয়। । মোহাম্মদপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের এ্যাম্বুলেন্সটি সচল রয়েছে। রোগী আনা নেয়া করা হচ্ছে । এ্যাম্বুলেন্সের ইসিজি মেশিন কার্যকর নেই। সর্বশেষ ০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে একজন রোগী এ টেন্ড করা হয়। তেজগাঁও ফায়ার সার্ভিস স্টেশ নে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়। ০১ জানুয়ারি -১১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫৫ জন রোগী বহন করা হয়েছে। বর্ণিত সকল ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্সের জন্য আলাদা কোন ড্রাইভার এবং না র্সিং এটেনডেন্ট নেই।

১৪. <u>প্রকল্প পরিদর্শনকালে গৃহীত ছবি:</u>

<table>
<tr><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="2">ছিদ্দিক বাজার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>পলাশী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স</td><td>তেজগাঁও ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>মোহাম্মদপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স</td><td>লালবাগ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>এ্যাম্বুলেন্স চালকের ডায়েরী</td><td>তেজগাঁও ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>সৈয়দপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স</td><td>খুলনা সিটি কর্পোরেশনফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>এ্যাম্বুলেন্সের সাধারণ রেজিষ্টার</td><td>এ্যাম্বুলেন্সের ভাড়ার নগদ টাকা আদায়ের রশিদ</td></tr>
</table>

১৫. আইএমইডি এর পর্যবেক্ষণ:

১৫.১ প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৯.৩৮% যা মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ০.৬৪% কম । তবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে ২ বছর ০৬ মাস অর্থাৎ ১৬৬.৬৭% বেশী সময় ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ার ০৬ মাস পর প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারিতে প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পিছিয়ে পড়ে। এছাড়া ডিপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্প এলাকাভেদে উপযোগী এ্যম্বুলেন্সের স্পেসিফিকেশন নিরূপণ যথাযথভাবে না করায় প্রকল্প সংশোধন করা হয় । এ সকল কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটেছে।

১৫.২ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ভিআইপি এ্যাম্বুলেন্স ১০টি, 2WD এ্যাম্বুলেন্স ৪০টি এবং 4WD এ্যাম্বুলেন্স ২৫টি ক্রয় করে বিভিন্ন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে প্রদান করা হয়েছে। এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করার মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ধার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একইসাথে সংকটাপন্ন রোগী ও দূর্ঘটনায় হতাহত ব্যক্তিদের হাসপাতালের আনা-নেয়া করা এবং বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে ভিআইপি/ভিভিআইপি/ প্রটোকল/ডিউটিতে সহায়ক হয়েছে । ভবিষ্যতে দেশের ব্যাপক জনগণের নিকট এ্যাম্বুলেন্স সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা যেতে পারে;

১৫.৩ পরিদর্শিত ১০ টি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের মধ্যে পিরোজপুরের নাজিরপুরে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়নি। অপর ০৯ টি সাইটে (ঢাকার সিদ্দিকবাজারে ০১টি এ্যাম্বুলেন্স ব্যতিত) সকল এ্যম্বুলেন্সগুলো কার্যকর অবস্থায় রয়েছে। তবে কোন এ্যাম্বুলেন্সের ইসিসি মেশিন কার্যরত অবস্থায় নেই। এ সকল এ্যম্বুলেন্সের পার্টস স্থানীয় পর্যায়ে সহজলভ্য বিধায় পূর্বেকার এ্যাম্বুলেন্সের ন্যায় দীর্ঘ সময় অচল হয়ে পড়ে থাকতে হয় না। পরিদর্শনে জানা যায় যে, এ্যাম্বুলেন্স প্রতি ড্রাইভার নেই। এছাড়া নার্সিং এটেনডেন্ট নেই যা সংকটাপন্ন রোগীর জন্য জরুরি।

১৫.৪ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭২ টি উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা র ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্প এলাকাওয়ারী এ্যাম্বুলেন্সের বিতরণ তালিকা (সংশোধিত ডিপিপি পৃষ্ঠা নং ৩-৪) এবং বাস্তবে এ্যাম্বুলেন্স বিতরণ তালিকা (সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখের স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০১৪.১৭-৩৬০ - কপি সংযুক্ত) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ডিপিপি বহির্ভুত ৪৩ টি উপজেলা/সিটি কর্পোশেনে/পৌরসভাতে এ্যাম্বুলেন্স দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো তেজগাঁও, মোহাম্মদপুর, পলাশী, লালবাগ, ধামরাই, আদমজী ইপিজেড, জয়দেবপুর, টংগী, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, গজারিয়া, শ্রীনগর টাংগাইল সদর, ধনবাড়ী, শরিয়তপুর সদর, ময়মনসিংহ সদর, জামালপুর সদর, সাতকানিয়া, নন্দনকানন, কক্সবাজার, দাউদকান্দি, চুয়ারাবাজার, উখিয়া, লক্ষীপুর সদর, পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, শীব গঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, কুষ্টিয়া সদর, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, নড়াইল, বালা গঞ্জ, মাধবপুর, ভান্ডারিয়া, বরগুনা, আমতলী, পাটগ্রাম, রংপুর সদর, জলঢাকা, গোবিন্দগঞ্জ ও নাগেশ্বরী।

১৫.৫ পক্ষান্তরে, ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৭২ টি উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভার মধ্যে ২৬টিতে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে যা ডিপিপিতে প্রকল্পভুক্ত এলাকার ৩৬.১১%। ডিপিপিভুক্ত যে সকল এলাকায় এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়নি সেগুলো হলো বা রিধারা, কেরানীগঞ্জ, ভালুকা, চট্টগ্রাম ইপিজেড, সীতাকুন্ড, পটিয়া, টেকনাফ, নোয়াখালী সদর, ফেনী সদর, বান্দরবান (বান্দরবান সদর, আলিকদম, লামা, রোয়াংছড়ি, নাইক্ষ্যংছড়ি, রুমা, থানচি), রাঙ্গামাটি (কাপ্তাই, কাউখালী, বাঘাইছড়ি, লংগদু, নানিয়ারচর, রাজস্থলী) , খাগড়াছড়ি (খাগড়াছড়ি সদর, রামগড়, দীঘিনালা, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি), বি-বাড়িয়া, নাটোর সদর , খুলনা (দৌলতপুর) , শার্শা, কুমারখালী, মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল, সুনাম গঞ্জ সদর, হবি গঞ্জ সদর, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, উজিরপুর, নাজিরপুর, চরফ্যাশন, ঠাকুরগাঁও সদর, পঞ্চগড় সদর, ও লালমনিরহাট সদর।

১৫.৬ মুল প্রকল্প দলিলে ১০টি ভিআইপিসহ ৬০টি 2WD এম্বুলেন্স সংগ্রহের সংস্থান ছিল। দেশের পাহাড়ী অঞ্চলে ঝুঁকিমুক্ত চলাচলের জন্য 4WD এ্যাম্বুলেন্স উপযোগী বিধায় ২৫টি 4WD পিকআপ টাইপ এ্যাম্বুলেন্স অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। তিনটি পার্বত্য জেলার ২২টি উপজেলার প্রতিটিতে ০১টি করে 4WD পিকআপ টাইপ

এ্যাম্বুলেন্সের সংস্থান রাখা হয়। কিন্তু বাস্তবে কোনটিতেই 4WD এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়নি। উক্ত ২২টি উপজেলার মধ্যে ০২টি উপজেলাতে 2WD এ্যাম্বুলেন্স দেয়া হয়েছে।

১৫.৭ পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের কোন ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট (মহা হিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন করা হয়নি।

১৬.০ <u>আইএমইডি এর মতামত:</u>

১৬.১ ভবিষ্যতে দেশের জনগণের দোড়গড়ায় এ্যাম্বুলেন্স সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৫.২);

১৬.২ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এ্যাম্বুলেন্স ডিপিপি বহির্ভুত ৪৩ টি উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে সরবরাহ করা এবং ডিপিপি'র অন্তর্ভুক্ত সকল উ পজেলা/সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে এ্যাম্বুলেন্স প্রদান না করার বিষয়টি সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক খতিয়ে দেখতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৪-১৫.৬);

১৬.৩ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত এ্যাম্বুলেন্সসমূহ ডিপিপিতে নির্দেশিত উ পজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৪-১৫.৬);

১৬.৪ এ্যাম্বুলেন্সসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৩);

১৬.৫ দ্রুত ও উন্নত সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল এ্যাম্বুলেন্সে প্রয়োজনীয় জনবলের (লিডার, ড্রাইভার, ফায়ারম্যান ও নার্সিং এটেনডেন্ট) নিয়োগ দিতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৩);

১৬.৬ প্রকল্পের সকল অর্থ বছরের ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট (মহা হিসাবনিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক) সম্পাদন করতে হবে। অডিট প্রতিবেদনে কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৫.৭); এবং

১৬.৭ আইএমইডি এর বর্ণিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।